প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতি পরিচয়

অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো স্মিথের এ বই।

শিখনফল

- অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ
- দুষপ্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক
- অর্থনীতির ধারণা
- অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয়
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- **অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ :** অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো স্মিথের এ বই।
- **দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব – দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা :** চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের মূল সমস্যা। যেকোনো দ্রব্য (যেমন : বই) বা সেবাসামগ্রী (চিকিৎসা সেবা) উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু "সম্পদ সীমিত"। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সেজন্যই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না। দুষপ্রাপ্যতার কারণ এটাই। সম্পদ অসীম হলে দুষপ্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না।
- **অর্থনীতির ধারণা :** জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়।
- **অর্থনীতির দশটি নীতি :** আমাদের সমাজে সম্পদ স্বল্পতার প্রেৰিতে অসীম অভাব মোকাবিলা করতে হয়। অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ম্যানকিউর মতে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণাসমূহের আলোচনার পূর্বে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতি জানা প্রয়োজন। এগুলো হলো : ১. মানুষ দেওয়া–নেওয়া করে; ২. সুযোগ ব্যয়; ৩. মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে; ৪. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়; ৫. বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয়; ৬. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা; ৭. সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে; ৮. একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ৰমতার ওপর; ৯. যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়; ১০. সমাজ মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন দেওয়া–নেওয়ার মুখোমুখি হয়।
- **আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটিখাত) :** একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এ ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়–ব্যয় চক্রাকারে প্রবাহিত হয়।
- **বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করে দেশের কল্যাণ বাড়ানো বিশ্বের সব দেশেরই কাম্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে যে অর্থনৈতিক বিধি–বিধান, দর্শন, নিয়ম–কানুন ও যে পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্য–কলাপ পরিচালিত হয় তাকে বোঝায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন : ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. অর্থনীতির জনক কে?

ক ডেভিড রিকার্ডো খ এরিস্টটল
● অ্যাডাম স্মিথ ঘ এল. রবিন্স

২. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা। কেননা এতে–

i. দর কষাকষি করা যায়
ii. সস্তায় ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায়
iii. চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাবিল বাজারে চিনি কিনতে যেয়ে দেখলেন, চিনির দাম অনেক বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ক্রেতা বলল, রাস্তার ওপারে এই চিনি সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

৩. নাবিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক ইসলামি ● মিশ্র
গ ধনতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

৪. নাবিলের দেশের অর্থব্যবস্থায়–

ক আয় বৈষম্য দেখা দেয়
খ সুদবিহীন ঋণের লেনদেন হয়
● মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে
ঘ ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

রবমি ও তার প্রবাসী বন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথন–

রবমি : প্রতিমাসে চালের খরচ বেড়েই চলেছে।
সুমি : আমার মাসিক খরচ সবসময় একই থাকে।
রবমি : তোমাদের দেশে এটি কীভাবে সম্ভব?
সুমি : কেউ ইচ্ছে করলেই এ দেশের দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না।

ক. ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত কোনটি?
খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়?
গ. সুমির দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুমির দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশেরষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিবাদীদের মতে কৃষি, (খনিজ ও মৎস্যৰেত্রসহ) খাতই হলো উৎপাদনশীল খাত।

খ অর্থনীতিতে 'দুষ্প্রাপ্যতা' বলতে সম্পদের স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্যতাকে বোঝায়।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন হলো পর্যাপ্ত সম্পদ। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ খুবই সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের পৰে সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই স্বল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। সম্পদের এই স্বল্পতা বা অভাব পূরণের উপকরণের সীমাবদ্ধতাকেই দুষপ্রাপ্যতা বলা হয়।

গ সুমির দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশের সকল কলকারখানা, খনি, জমি প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এখানে ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নেই। দেশের জনগণ বা রাষ্ট্রই এসব সম্পদের মালিক। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নেই। এখানে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা অনুপস্থিত। অন্যান্য অর্থব্যবস্থার মতো এ অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত–প্রতিঘাত দ্বারা দাম নির্ধারণ হয় না। বরং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। এ কারণে কোনো উৎপাদক বেশি মুনাফা লাভের আশায় কোনো দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না। উদ্দীপকে সুমির দেশেও কেউ ইচ্ছে করলেই এদেশের দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, সুমির দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ সুমির দেশের অর্থব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু পার্থক্য পরিলৰিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ সম্পদ উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হলো সরকার। এতে অধিকাংশ ৰেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বহুসংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না। এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়–বাণিজ্য সবই সরকারের অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না। অপরপৰে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানায় অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে উৎপাদন, ব্যবসায়–বাণিজ্য, বণ্টন ও ভোগসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতে ব্যাপক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ৰেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এতে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ঘাত–প্রতিঘাতের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। এসব দিক দিয়ে মিশ্র ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য পরিলৰিত হয়।

প্রশ্ন– ২ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

আসাদ দীর্ঘদিন 'A' দেশে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি দেশে বেড়াতে এসে ছোট ভাইকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার সে তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

ক. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ।
খ. অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরবত্ব বর্ণনা কর।
গ. 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশেরষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা হলো– অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।

খ অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরবত্ব অপরিসীম। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে যেকোনো কাজ যত্নের সাথে করে। তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির ৰেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। শ্রমিক অধিক প্রণোদনা পেলে অধিক উৎপাদনে সমর্থ হবে। এতে অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে। তাই অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরবত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে। ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন : উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তৰেপ কাম্য নয়। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে দ্রব্যের দাম কম হয় এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়। ধনতন্ত্রে বাজারের চাহিদা ও যোগান স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে। আসাদ যে দেশে বাস করেন সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার তিনি তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারেন। এতে বোঝা যায়, আসাদের দেশটি অর্থাৎ 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক, যার সাথে বাংলাদেশে বিদ্যমান মিশ্র অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু পার্থক্য পরিলৰিত হয়। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তৰেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। অন্যদিকে, যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। ধনতান্ত্রিক এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থার উলিরখিত সংজ্ঞার মধ্যেই এদের মধ্যে বিদ্যমান কিছু পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পত্তির মালিকানা ব্যক্তিগত এবং সরকারি হতে পারে। আবার ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাবলি সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় এসব ৰেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও পরিলৰিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আয়–বৈষম্য বেশি থাকে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সীমিত আকারে এ ধরনের বৈষম্য চোখে পড়ে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, 'A' দেশের অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ও বাংলাদেশে

বিদ্যমান মিশ্র ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি দিক হলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দুষ্প্রাপ্যতা : দুষ্প্রাপ্যতা বা স্বল্পতা বলতে বোঝায় জনগণ তাদের অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়া। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিন্স বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।"

অসীম অভাব : মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। কোনো একটি দ্রব্যের অভাব পূরণ হলে আবার নতুন অভাবের জন্ম হয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব। এ অভাব পূরণ হলে সে উন্নত জীবনযাপন করতে চায়। এভাবে মানুষের অভাব বাড়তে থাকে। এজন্য বলা হয় অভাব অসীম।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা : "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।"

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দ্বিখাত) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়–ব্যয় ফার্ম তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপকরণগুলো (ভূমি, শ্রম ও মূলধন) পায় পরিবারসমূহ থেকে। এর বিনিময়ে পরিবারের সদস্যরা ফার্ম থেকে পায় খাজনা, মজুরি ও সুদ। এখানে ফার্মের যা ব্যয় পরিবারের তা আয়। আবার পরিবারসমূহ প্রাপ্ত আয় ফার্ম উৎপাদিত দ্রব্য কেনার জন্য ব্যয় করে যা ফার্মের আয়। এভাবে পরিবার এবং ফার্মের মধ্যে আয়–ব্যয়ের বা জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে চক্রাকার প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

উত্তর : ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলতে এমন এক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কলকারখানাসহ সবধরনের উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানার নিশ্চয়তা থাকে। এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এটি পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের এমন এক স্তর যেখানে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পত্তিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। এ সম্পত্তিহীন শ্রমিক জীবনধারণের জন্য পুঁজিপতিদের নিকট শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

উত্তর : 'মিশ্র অর্থনীতি' বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের একটি সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। আবার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক খাতসমূহ এবং কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের পর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর : আজকের যে অর্থনীতি আমরা পড়ি তা পূর্বে এতটা গোছালো ছিল না। সনাতন বা আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ–সরল। খাবার–দাবার, কাপড়-চোপড় এবং বাড়িঘর এসবই ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময়ের রীতি ছিল খুব সীমিত। মূলত মানুষের কায়িক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব হিব্রু (Hebrew) সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে আগোছালোভাবে কিছু আলোচনা হয়। অর্থনীতি বিষয়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। গ্রিসে প্রথম এরিস্টটলসহ অন্যান্য গ্রিক দার্শনিক ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসে এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রিক শব্দ Oikonomia থেকে থেকে এসেছে। Oikonomia অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা (Management of the Household)। পেরটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিল গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোমানরা সামরিক এবং সফল রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত। রোমানরা মূলত গ্রিকদের দেওয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে নিজের করে নেয়। রোমান দার্শনিকরা অর্থ লগ্নি করাকে বা অর্থ সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করতেন। প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০–১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে 'বাণিজ্যবাদ' (Mercantilism) বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসিরা সে দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপরে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন।

এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে আগোছালোভাবে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা হয়। অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Nature and Casues of the Wealth of Nations." রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির মূলভিত্তি হলো স্মিথের এ বই। এ অর্থনীতি পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে কৃষি, শিল্প ও বর্তমান বাণিজ্যে বিকাশ লাভ করেছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। কোন সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

উত্তর : যে শাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে।

অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে। অধিক গ্রহণযোগ্য এল. রবিন্স কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের।
২. অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত।
৩. অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায় তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
৪. সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়।
৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অর্থনীতির দশটি নীতি আলোচনা কর।

উত্তর : অর্থনীতির দশটি নীতি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **মানুষ দেওয়া–নেওয়া করে :** পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদের অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ : সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে তবে শিৰাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমায়। অর্থাৎ সমাজে মানুষ একটি দেওয়া–নেওয়ার (Trade-offs) বিকল্প অবস্থা বেছে নেয়।

২. **সুযোগ ব্যয় :** একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে গিয়ে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণে ছাড়তে হয় সে ছাড়ার পরিমাণই হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।

৩. **মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে :** মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। ধরি, এক ব্যক্তি পরপর তিনটি কলা খেলে ৩ নম্বর কলাটি হলো প্রান্তিক কলা। প্রান্তিক কলা খেয়ে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পেল তার নাম প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক বা ৩ নম্বর কলাটি পেতে সে যত টাকা ব্যয় করল তার নাম প্রান্তিক ব্যয়।

৪. **মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় :** প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

৫. **বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড এবং জাপানের টয়োটা বিশ্বে গাড়ি ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিচিত দুটি কোম্পানি। কোম্পানি দুটির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। কোম্পানি দুটি সাধারণ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ–সুবিধা দিয়ে দাম যথাসাধ্য কমিয়ে বাজার দখল করতে চায়।

৬. **অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তমপন্থা :** অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংগঠিত হয়ে থাকে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও পরিবারসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে এসব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে।

৭. **সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে :** বাজার ব্যবস্থা 'অদৃশ্য হাতের' ইশারায় চলে। কিন্তু সবসময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তৰেপ জরুরি হয়ে পড়ে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অপারগতা, পরিবেশ দূষণ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে রৰা করার জন্য সরকারি হস্তৰেপের দরকার হয়।

৮. **একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সেদেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ৰমতার ওপর :** যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ৰমতা বেশি। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত দেশসমূহের মানুষের উৎপাদন ৰমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি।

৯. **যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিক মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্যস্তর বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মান বা মূল্য কমে যায়।

১০. **সমাজ মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন দেওয়া–নেওয়ার মুখোমুখি হয় :** দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না – এরা হলো বেকার। মূল্যস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার বেকারত্ব কমলে মূল্যস্ফীতি বাড়ে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত দুইজন চিন্তাবিদ–** [স. বো. '১৬]
ক পেরটো ও সক্রেটিস ● পেরটো ও এরিস্টটল
গ পেরটো ও আলেকজান্ডার ঘ সক্রেটিস ও আলেকজান্ডার

২. **'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?** [স. বো. '১৬]
ক এরিস্টটল খ পেরটো ● কৌটিল্য ঘ অমর্ত্য সেন

৩. **বাংলাদেশে কোন ধনের অর্থব্যবস্থা চালু আছে?** [স. বো. '১৬]
● মিশ্র খ ধনতান্ত্রিক
গ মুক্তবাজার ঘ ইসলামি

৪. **উন্নত অর্থব্যবস্থা হিসেবে কোনটিকে গণ্য করা হয়?** [স. বো. '১৫]
ক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা খ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
গ ইসলামি অর্থব্যবস্থা ● মিশ্র অর্থব্যবস্থা

৫. **গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসে কাকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়?** [স. বো. '১৫]
ক সক্রেটিস ● এরিস্টটল গ পেরটো ঘ অ্যাডাম স্মিথ

৬. **'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে'– উক্তিটি কার?**
[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধ্যাপক মার্শাল খ কেয়ার্নক্রস
গ অ্যাডাম স্মিথ ● এল. রবিন্স

৭. **আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন কেমন ছিল?**
[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক ব্যয়বহুল ● সহজ–সরল গ কঠিন ঘ ভীতিকর

৮. **এরিস্টটল কে ছিলেন?** [সেন্ট পরাসিডস হাইস্কুল, চট্টগ্রাম; যশোর জিলা স্কুল]
ক বিজ্ঞানী ● গ্রিক দার্শনিক
গ সমাজবিজ্ঞানী ঘ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ

৯. **প্রথম কোথায় ভূমির ওপর ব্যক্তি মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়?**
[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক ইতালি ● গ্রিসে গ ফ্রান্সে ঘ ভারতে

১০. গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের সময়ে নিচের কোন ঘটনাটি ঘটে? [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দাসপ্রথার সৃষ্টি হয়
খ মহামন্দা দেখা দেয়
● ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়
ঘ ভূমিবাদীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

১১. যদি গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসে এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে অর্থনীতির চর্চা প্রথম কোথায় শুরু হয়? [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক প্রাচীন ইংল্যান্ডে খ প্রাচীন ভারতে
গ প্রাচীন রোমে ● প্রাচীন গ্রিসে

১২. গ্রিক কীরূ প সভ্যতা ছিল? [বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক বহু রাষ্ট্রভিত্তিক ● নগর রাষ্ট্রভিত্তিক
গ দাসভিত্তিক ঘ এক রাষ্ট্রভিত্তিক

১৩. Oikonomia কোন দেশি শব্দ? [পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক আমেরিকা ● গ্রিক গ জার্মানি ঘ রাশিয়া

১৪. অর্থনীতিকে গৃহপরিচালনার বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেন কে? [প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]
● এরিস্টটল খ স্যামুয়েলসন
গ মার্শাল ঘ এল. রবিনস

১৫. কখন ইংল্যান্ড, ইতালি ও ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক ১৫০০–১৬০০ খ ১৫৫০–১৭৫০
গ ১৬৯০–১৭৬০ ● ১৫৯০–১৭৮০

১৬. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে কী বলা হয়? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
● বাণিজ্যবাদ খ ভূমিবাদ গ সামন্তবাদ ঘ পুঁজিবাদ

১৭. কোন দেশের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু আমদানি করত? [জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ইংল্যান্ডের খ ফ্রান্সের
গ ইতালির ঘ প্রাচীন ভারতের

১৮. ফরাসিরা কোন সময়ে ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করে? [বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
ক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে খ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে
● অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

১৯. ফরাসিরা কোন দেশের বাণিজ্যবাদের বিপরে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করেছিল? [নোয়াখালি সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ইতালির খ ফ্রান্সের গ গ্রিসের ● ইংল্যান্ডের

২০. ইংল্যান্ডে বাণিজ্যবাদের বিপরে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ মতবাদ কোন দেশে প্রচার করা হয়? [মনিরামপুর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● ফ্রান্সে খ ইংল্যান্ডে গ আমেরিকায় ঘ জার্মানিতে

২১. ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত বলতে কোন খাতকে বোঝায়? [আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাইস্কুল, দিনাজপুর]
● কৃষি খ শিল্প গ বাণিজ্য ঘ রপ্তানি

২২. কোন খাতকে ভূমিবাদীরা অনুৎপাদনশীল খাত বলে মন করত? [পুলিশ লাইন হাই স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
● শিল্প ও বাণিজ্য খ কৃষি
গ মৎস্য ক্ষেত্র ঘ খনিজ

২৩. Wealth of Nations গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [বি, এ এফ শাহীন কলেজ চট্টগ্রাম]
ক ১৭০০ খ ১৭৭৫ ● ১৭৭৬ ঘ ১৮০০

২৪. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations– গ্রন্থটি কার রচনা? [কামরুননেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● অ্যাডাম স্মিথ খ মার্শাল গ স্যামুয়েলসন ঘ এল. রবিন্স

২৫. সামরিক এবং সফল রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে কারা পরিচিত ছিল? [সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]
● রোমানরা খ গ্রিকরা
গ মিশরীয়রা ঘ ইউরোপীয়রা

২৬. একজন ব্যক্তির একই সাথে রঙিন টিভি, মোবাইল, শার্ট এবং ঘড়ির প্রয়োজন। এমতাবস্থায় সে কোনটি আগে কিনবে? [ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
ক টেলিভিশন ● শার্ট গ ঘড়ি ঘ মোবাইল

২৭. সুমি তার মামার বাসায় গিয়েছিল। তার মামা একটি বই পড়ছিল। বইটিতে অর্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি কোন বিষয়ের ছিল? [সেন্ট ফ্রান্সিস হাই স্কুল, ঢাকা]
ক পারিবারিক হিসাব ● অর্থনীতি
গ শেয়ার বাজার ঘ সমাজবিজ্ঞান

২৮. 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে'– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধ্যাপক মার্শাল খ কেয়ার্নক্রস
গ অ্যাডাম স্মিথ ● এল. রবিন্স

২৯. কোন ধারার অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে মনে করেন? [দি বাডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
● ক্লাসিক্যাল খ নয়া ক্লাসিক্যাল
গ আধুনিক ঘ প্রাচীন

৩০. 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে'– উক্তিটি কার? [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধ্যাপক মার্শাল খ কেয়ার্নক্রস
● অ্যাডাম স্মিথ ঘ এল. রবিন্স

৩১. 'অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে'– উক্তিটি কার? [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক এল. রবিন্স খ স্যামুয়েলসন ● মার্শাল ঘ জনলক

৩২. অর্থনীতির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]
ক রিকার্ডো খ অ্যাডাম স্মিথ
● অধ্যাপক এল. রবিন্স ঘ অধ্যাপক মার্শাল

৩৩. অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা কয়টি? [পুলিশ লাইন্স হাইস্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক ২ খ ৪ গ ৫ ● ১০

৩৪. অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা দেওয়া–নেওয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● Trade-offs খ Better-offs
গ Opportunity offs ঘ Respond-offs

৩৫. অর্থনীতির ভাষায় মানুষ সাধারণত কোন পর্যায়ের চিন্তা করে? [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক প্রারম্ভিক পর্যায়ের খ মধ্যম পর্যায়ের
● প্রান্তিক পর্যায়ের ঘ বৃহৎ পর্যায়ের

৩৬. বিশ্ববিখ্যাত টয়োটা কোম্পানি কোন দেশের? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক চীন ● জাপান গ জার্মানি ঘ ইংল্যান্ড

৩৭. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে কী হয়? [দি বাডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল; সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]
● অর্থের মান কমে খ দ্রব্যমূল্য কমে
গ অর্থমূল্য বাড়ে ঘ অর্থমূল্য অপরিবর্তিত থাকে

৩৮. দ্রব্যমূল্য দ্রুত বেড়ে যাওয়ার নাম কী? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● মুদ্রাস্ফীতি খ মূল্যস্ফীতি
গ সংকটাপন্ন অবস্থা ঘ পণ্য সংকট

৩৯. একটি সরল অর্থনীতিতে কয় ধরনের প্রতিনিধি থাকে? [সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৪০. অর্থনীতিতে ফার্মের যা ব্যয় পরিবারের তা কী? সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঝালকাঠি
● আয় খ সঞ্চয় গ মূলধন ঘ বিনিয়োগ

৪১. জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে কী বিদ্যমান থাকে?
● চক্রাকার প্রবাহ খ আয়তকার প্রবাহ
গ বর্গাকার প্রবাহ ঘ নিট আয়

৪২. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ, ঝিনাইদহ]
ক সীমিত প্রতিযোগিতা ● স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি
গ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঘ স্বল্পসংখ্যক

৪৩. কোন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে?
[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
● ফরাসি বিপ্লবের খ মে দিবসের
গ শ্রমিক বিপ্লবের ঘ শিল্প বিপ্লবের

৪৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয় কোথায়?
[দি বাডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক আমেরিকায় খ চীনে
● ইউরোপে ঘ অস্ট্রেলিয়ায়

৪৫. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগসহ সম্পদের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কীভাবে?
[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে খ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তির উদ্যোগে
● ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঘ সাধারণ মানুষের উদ্যোগে

৪৬. কীভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়? [ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা খ সরকারি–বেসরকারি উদ্যোক্তা দ্বারা
● রাষ্ট্রীয় মালিকানা দ্বারা ঘ ভোগকারীর স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা

৪৭. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমি, কারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে? [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র ঘ ইসলামি

৪৮. সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা কেমন? [মিরপুর বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক অসীম খ বেশি গ মুক্ত ● সীমাবদ্ধ

৪৯. উইলিয়ামসের দেশে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন। এটি কোন অর্থব্যবস্থা নির্দেশ করে?
[জগদীশ সরস্বতী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক
গ মিশ্র ঘ ইসলামি

৫০. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত?
[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]
ক ধনতান্ত্রিক খ মিশ্র অর্থনীতি
● সমাজতান্ত্রিক ঘ ইসলামি অর্থনীতি

৫১. মিশ্র অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থা কোন ব্যবস্থার অনুরূপ?
[কলারোয়া পাইলট হাইস্কুল, সাতক্ষীরা]
ক সমাজতন্ত্রের অনুরূপ ● ধনতন্ত্রের অনুরূপ
গ মিশ্র ব্যবস্থার অনুরূপ ঘ ইসলামি ব্যবস্থার অনুরূপ

৫২. কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দ্রব্য উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ হয়? [পিএন সরকারি বালিচা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]
ক সমাজতান্ত্রিক খ ধনতান্ত্রিক
গ ইসলামি ● মিশ্র

৫৩. কোনটি মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খ সরকারি উদ্যোগ
গ দাম ব্যবস্থা ঘ ভোক্তার স্বাধীনতা

৫৪. কোন ব্যবস্থায় আলরাহর বিধান অনুযায়ী যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়? [গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ● ইসলামি

৫৫. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের কথা বলা হয়েছে?
[সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল, খুলনা]
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ● ইসলামি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৬. হিব্রু সভ্যতার ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হতো–
[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. অর্থনীতি ii. আয়
iii. নৈতিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে–
[কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ইংল্যান্ডে ii. ইতালিতে
iii. ফ্রান্সে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৮. গ্রিক সভ্যতায় অর্থনীতির যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো–
[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ব্যবসায়
ii. অর্থের ব্যবহার
iii. শ্রম বিভাজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৯. যেসব লব্য অর্জনের জন্য ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত– [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি ii. রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি
iii. বাণিজ্য উদ্বৃত্তকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হলো– [পিরোজপুর জিলা স্কুল]
i. অসীম অভাব ii. সসীম অভাব
iii. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে মনে করেন–
[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
i. অ্যাডাম স্মিথ ii. জন স্টুয়ার্ট মিল
iii. এল. রবিন্স
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটির সমালোচনার দিক হলো–
[গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. অর্থনীতির সামাজিক অবস্থা
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
iii. সম্পদ স্বল্পতার সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় একটি অদৃশ্য শক্তি দ্বারা এই অদৃশ্য শক্তি হলো– [নাটোর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়]
i. দাম ব্যবস্থা ii. চাহিদা
iii. অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৬৪. রফিক একজন ভোক্তা। ভোগের ক্ষেত্রে সে কোন দ্রব্য কতটুকু ভোগ করবে তা স্থির হবে তার– [আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ii. পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী
iii. সামর্থ্য অনুযায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৫. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারের অধীনে থাকে–
[আল হেরা একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা]
i. কৃষি
ii. শিল্প
iii. বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. ইসলামি অর্থনীতির শরিয়তের ভিত্তি হলো– [ইবু গবেষণা উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা]
i. পবিত্র কুরআনের নির্দেশ
ii. রাসুল (স) এর হাদিস
iii. খলিফার নির্দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সাকিব 'ক' দেশে বসবাস করে। সেখানে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। [স. বো. '১৬]

৬৭. 'ক' দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক
ⓖ মিশ্র ⓘ ইসলামি

৬৮. সাকিবের দেশের অর্থব্যবস্থায়–
ⓚ বেসরকারি উদ্যোক্তা থাকে না
● স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বিদ্যমান
ⓖ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে না
ⓘ ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতা থাকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং উত্তর প্রশ্নের দাও :
রাজিব সম্প্রতি সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় আয়, দাম ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলোতে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। তার সহকর্মী রফিক তাকে সম্পদের বিজ্ঞানের ওপর জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দেন। [লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ]

৬৯. রফিক সাহেব সম্পদের বিজ্ঞান বলতে কোন বিষয়কে বুঝিয়েছেন?
ⓚ সমাজবিজ্ঞান ● অর্থনীতি ⓖ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ⓘ সমাজকল্যাণ

৭০. রফিক সাহেবের পরামর্শ কীভাবে রাজিব সাহেবকে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে–
i. অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন করে
ii. অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো জেনে
iii. অর্থনীতির সমালোচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
X চীন দেশের নাগরিক। তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার কাছে ব্যবসায় পরিচালনা করার মতো অর্থ থাকলেও করতে পারছেন না। কেননা সেখানে সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

৭১. X–এর দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
● সমাজতান্ত্রিক ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓖ ইসলামি ⓘ মিশ্র

৭২. কোন অর্থব্যবস্থায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়? [আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কুল, বগুড়া]
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ ইসলামি ⓖ ধনতান্ত্রিক
● মিশ্র

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাসুম সাহেবের দুইটি সন্তান। প্রথম সন্তানকে একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছেন। কিন্তু অন্য সন্তানটি সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পাওয়াতে তাকে বেসরকারি একটি স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হন। কিন্তু বেসরকারি স্কুলের বেতন অনেক বেশি। [পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

৭৩. অনুচ্ছেদটি কোন অর্থব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতন্ত্র
● মিশ্র ⓘ সরকারি উদ্যোগ

৭৪. উক্ত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. ভোক্তার স্বাধীনতা
ii. ব্যক্তিগত উদ্যোগ
iii. সরকারি উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মোহাম্মদ আলী স্যার বলেছেন, এমন একটি অর্থব্যবস্থা আছে যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণও বিদ্যমান। [স্বরূ পকাঠি কলেজিয়েট একাডেমি]

৭৫. মোহাম্মদ আলী স্যার যে অর্থব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটি কোন অর্থব্যবস্থা?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ● মিশ্র ⓖ ইসলামি ⓘ সমাজতন্ত্র

৭৬. মোহাম্মদ আলী স্যার যে অর্থব্যবস্থার কথা বলেছেন তার মধ্যে দেখা যায়–
i. উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানায় থাকে
ii. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে
iii. উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উৎপাদনের একটি অন্যতম উপাদান হলো মূলধন। সাধারণত মূলধন প্রদানকারীকে সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু একটি বিশেষ অর্থব্যবস্থায় তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৭৭. উল্লিখিত অংশে কোন অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ⓚ সমাজতন্ত্র ⓚ মিশ্র ● ইসলামি ⓘ ধনতন্ত্র

৭৮. এ ধরনের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. শোষণমুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া
ii. মজুরি প্রদানের ন্যায় ও সাম্যনীতি
iii. অবদানের ভিত্তিতে পাওনা পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা : ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০১

৭৯. মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কী করে? (জ্ঞান)
● সংগ্রাম ⓚ কাজ ⓖ সম্পর্ক ⓘ অর্থ উপার্জন

৮০. সমাজ ও দেশের সমৃদ্ধিতে কীসের ভূমিকা রয়েছে? (অনুধাবন)
ⓚ সমাজ বিজ্ঞানের ⓚ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
● অর্থনীতির ⓘ বিজ্ঞানের

➲ পাঠ-১.১ : অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০২

At a Glance

- ভূমির উপর প্রথম ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়– গ্রিসে।
- ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি প্রথম গ্রহণ করেন– এরিস্টটল।
- গ্রিক সভ্যতার দুই চিন্তাবিদ হলেন– পেরটো ও এরিস্টটল।
- কৃষিকে সম্মানজনক পেশা মনে করা হতো – রোমান সমাজে।
- ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করেন– ফরাসিরা।
- 'বাণিজ্যবাদ' এর প্রসার ঘটে– ১৫৯০–১৭৮০ সালে।
- আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো– স্মিথের বই।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. আদিম অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় রীতি কেমন ছিল? (অনুধাবন)
● খুব সীমিত ⓚ প্রচুর ⓖ অসংখ্য ⓘ দৈনন্দিন

৮২. আদিম সমাজে উৎপাদনের মূল উপকরণ কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ পশুশ্রম ● কায়িক পরিশ্রম ⓖ শস্যবীজ ⓘ হাতিয়ার

৮৩. হিব্রু সভ্যতার সময়কাল কোনটি? (জ্ঞান)

ক ২২০০ খ্রিষ্টপূর্ব খ ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্ব
● ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব ঘ ২৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব

৮৪. কোন সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনের বইয়ে অর্থনীতির কিছু আলোচনা পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক সিন্ধু ● হিব্রু গ মিসরীয় ঘ গ্রিক

৮৫. কখন অর্থনীতি বিষয়ে আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না? (জ্ঞান)
ক খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০ খ খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০
গ খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ ● খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০

৮৬. কোনটি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি? (জ্ঞান)
ক ভারতীয় সভ্যতা খ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
● গ্রিক সভ্যতা ঘ হিব্রু সভ্যতা

৮৭. কোন ধর্মকে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হয়? (অনুধাবন)
ক ইসলাম খ হিন্দু ● খ্রিষ্ট ঘ বৌদ্ধ

৮৮. ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি প্রথম গ্রহণ করেন কে? (জ্ঞান)
ক অ্যাডাম স্মিথ খ এল. রবিন্স গ মার্শাল ● এরিস্টটল

৮৯. কোনটি গ্রিক সভ্যতার স্বীকৃত বিষয় ছিল? (জ্ঞান)
ক শ্রমবিভাজন ● দাসপ্রথা
গ জমিদার প্রথা ঘ সুদপ্রথা

৯০. অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? (জ্ঞান)
ক Economy খ Economic
গ Ecology ● Economics

৯১. Economic শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? (জ্ঞান)
ক Economic খ Oikonimic
● Oikonomia ঘ Econo

৯২. Oikonomia শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
● গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা খ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড
গ অর্থনীতি ঘ অর্থনৈতিক সহযোগিতা

৯৩. অর্থনীতির কোন মৌলিক বিষয় নিয়ে দুই গ্রিক চিন্তাবিদ আলোচনা করেছেন? (জ্ঞান)
ক উপযোগ ● শ্রমিকের মজুরি
গ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ঘ অভাব

৯৪. কারা গ্রিকদের দেওয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে নিজের করে নেয়? (জ্ঞান)
ক ডাচ্‌রা খ পর্তুগিজরা ● রোমানরা ঘ ইংরেজরা

৯৫. কৃষিকে মহৎ পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হতো কোন সমাজে? (জ্ঞান)
● রোমান খ হিব্রু গ মিসরীয় ঘ গ্রিক

৯৬. কারা অর্থলগ্নি করা বা সুদকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করতেন? (জ্ঞান)
ক গ্রিক দার্শনিকরা খ ফরাসি দার্শনিকরা
গ ল্যাটিন দার্শনিকরা ● রোমান দার্শনিকরা

৯৭. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি কার রচনা? (জ্ঞান)
ক এরিস্টটল ● কৌটিল্য
গ পেরটো ঘ ইবনে খালদুন

৯৮. কারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশি রপ্তানি করত? (অনুধাবন)
ক রোমান ব্যবসায়িরা খ গ্রিক ব্যবসায়িরা
গ ফরাসি ব্যবসায়িরা ● ব্রিটিশ ব্যবসায়িরা

৯৯. ইংল্যান্ডে উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে তারা কী সংগ্রহ করত? (অনুধাবন)
ক কৃষি উপকরণ খ মূল্যবান শিল্পসামগ্রী
গ শ্রমিক ● মূল্যবান ধাতু

১০০. ইংল্যান্ডে বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ মতবাদ কোন দেশে প্রচার করা হয়? (অনুধাবন)
● ফ্রান্সে খ গ্রিসে গ আমেরিকায় ঘ ইতালিতে

১০১. কে সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রূপ দান করেন? (জ্ঞান)
ক মার্শাল ● অ্যাডাম স্মিথ
গ এল. রবিন্স ঘ স্যামুয়েলসন

১০২. কোন অর্থনীতিবিদের বই আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি? (জ্ঞান)
ক পেরটো খ এরিস্টটল
● অ্যাডাম স্মিথ ঘ ম্যালথাস

১০৩. অ্যাডাম স্মিথ কোন দেশের অর্থনীতিবিদ? (জ্ঞান)
ক আমেরিকার ● ইংল্যান্ডের গ ফরাসির ঘ ইতালির

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. আদিম সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদা ছিল– (অনুধাবন)
i. চিকিৎসা
ii. খাবার-দাবার
iii. বাসস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো– (অনুধাবন)
i. খ্রিষ্টধর্ম
ii. গ্রিক চিন্তাবিদদের চিন্তা–ভাবনা
iii. রোমান আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. রোমান সমাজে কৃষিকে মনে করা হতো– (অনুধাবন)
i. সম্মানজনক পেশা
ii. সর্বোৎকৃষ্ট পেশা
iii. মহৎ পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. ফরাসিরা ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করেন যেসবের বিপক্ষে তা হলো– (অনুধাবন)
i. অতিরিক্ত করারোপ
ii. ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন
iii. ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৮. প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় তা হলো– (অনুধাবন)
i. রাজনীতি
ii. অর্থনীতি
iii. সামরিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৯. ভূমিবাদীদের মতে অনুৎপাদনশীল খাত ছিল– (অনুধাবন)
i. শিল্পখাত ii. বাণিজ্যখাত
iii. কৃষিখাত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে অর্থনীতির সাথে আলোচিত হতো– (অনুধাবন)
i. ধর্ম ও নৈতিকতা ii. আয়
iii. দর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের ওপর আলোচনা ছিল– (অনুধাবন)
i. কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'
ii. প্রাচীন ভারতে
iii. হিব্রু সভ্যতার ধর্মগ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ক i, ii ও iii

১১২. পেরটো ও এরিস্টটল অর্থনীতির যেসব মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন– (অনুধাবন)
i. শ্রমিকের মজুরি
ii. দাসপ্রথা ও সুদপ্রথা
iii. ভূমি ও কৃষিকাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ক i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রমলা সেন একটি সমাজ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, এ সমাজের মানুষ গ্রিকদের দেয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে ধারণ করে। এ সমাজে কৃষিকে অত্যন্ত মহৎ এবং সম্মানজনক পেশা মনে করা হতো। রমলার ধারণাকে সমর্থন করে দীপা বলল, এ সমাজের দার্শনিকরা টাকা সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করে।

১১৩. রমলা সেন এবং দীপা কোন সমাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছে? (প্রয়োগ)
ক হিব্রু ● রোমান গ সিন্ধু ঘ গ্রিক

১১৪. উক্ত সমাজের মানুষ যে হিসেবে অধিক পরিচিত– (অনুধাবন)
i. সামরিক দক্ষতাসম্পন্ন
ii. সফল রাষ্ট্রপরিচালক
iii. বাণিজ্যিক দক্ষতাসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১.২ : দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৩

At a Glance

- মানুষের না পাওয়ার নাম– অভাব।
- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা– দুষপ্রাপ্যতা ও অসীম অভাব।
- অর্থনীতিতে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ কম থাকাকে– সম্পদের দুষপ্রাপ্যতা বলে।
- সীমিত সম্পদ দ্বারা অভাব পূরণ করা সম্ভব– অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।
- মানুষের কিছু অভাব পূরণ করে– অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে।
- সম্পদ অসীম হলে– দুষপ্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না।
- চাহিদা অনেক হলেও দুষপ্রাপ্য নয়– সূর্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৫. মানুষের জীবনে কোনটির শেষ নেই? (জ্ঞান)
ক তৃপ্তির খ অর্থের ● অভাবের ঘ সম্পত্তির

১১৬. অর্থনীতিতে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ কম থাকাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সম্পদের প্রাচুর্যতা খ অবাধলভ্য
গ অসীম অভাব ● সম্পদের দুষপ্রাপ্যতা

১১৭. অসীম অভাব অথচ সীমিত সম্পদ এ পরিস্থিতিতে কীভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অসীম অভাবের মধ্যে কোনটি বেশি প্রয়োজন তা বাছাই করা
খ সমাজে মর্যাদা বাড়বে এমন প্রয়োজনটি পূরণ করে
গ বাজারে যে পণ্যটি সস্তা তা ক্রয় করে
ঘ যে অভাব পূরণে দেশীয় পণ্য ব্যবহার সম্ভব তা বাছাই করে

১১৮. মানুষ কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়? (জ্ঞান)
● অভাব নির্বাচনের সমস্যা খ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা
গ সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাব ঘ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের সমস্যা

১১৯. অর্থনীতিতে যেকোনো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদন করতে কী দরকার হয়? (জ্ঞান)
● সম্পদ খ বুদ্ধি
গ নদীর পানি ঘ সূর্যের আলো

১২০. কী দ্বারা মানুষ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়? (জ্ঞান)
● সীমিত সম্পদ খ কৌশল গ শিক্ষা ঘ অলংকার

১২১. কী কারণে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)
ক সসীম অভাব খ অসীম অভাব
● সম্পদের স্বল্পতা ঘ অধিক উৎপাদন

১২২. মানুষের অভাব কেমন? (অনুধাবন)
● অসীম খ সসীম গ সম্পূরক ঘ তুলনাহীন

১২৩. 'সম্পদ সীমিত বলেই সমাজে সম্পদের সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহারের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়'– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক এরিস্টটলের খ অ্যাডাম স্মিথের
● স্যামুয়েলসনের ঘ মার্শালের

১২৪. মানুষ অর্থ উপার্জন করে কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুখে থাকার জন্য ● অভাব পূরণের জন্য
গ ধনী হওয়ার জন্য ঘ দান–খয়রাত করার জন্য

১২৫. সীমিত সম্পদ দ্বারা কীভাবে অভাব পূরণ করা সম্ভব? (অনুধাবন)
ক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে খ রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতে
গ বৈধ উপার্জনের ভিত্তিতে ● অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

১২৬. মানুষ কীভাবে তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে? (অনুধাবন)
● অভাব নির্বাচনের মাধ্যমে খ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে
গ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে ঘ অর্থনীতির পাঠের মাধ্যমে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৭. অপ্রতুল সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করতে গিয়ে মানুষ যেসব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো– (অনুধাবন)
i. উৎপাদন কৌশলের সমস্যা
ii. অভাব নির্বাচনের সমস্যা
iii. সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের সংজ্ঞায় ফুটে উঠেছে– (অনুধাবন)
i. সম্পদের সঠিক ব্যবহার
ii. অসীম অভাব
iii. সম্পদের সঠিক বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. অসীম অভাব
ii. সীমিত সম্পদ
iii. পণ্যের অপ্রতুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩০. মিলন সাহেব প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছেন। তিনি যে ধরনের সমস্যায় ভুগছেন– (প্রয়োগ)
i. সম্পদের স্বল্পতা
ii. জমির স্বল্পতা
iii. উৎপাদনের স্বল্পতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রায়হান ৫০০০ টাকা বেতন পেয়ে প্রথমে ঘরের ফার্নিচার কেনার ইচ্ছা পোষণ করলেন। পরে অনেক ভেবে সেই টাকা দিয়ে পরিবারের সবার জন্য খাদ্য সামগ্রী কিনলেন।

১৩১. জনাব রায়হান অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতির কোন ধারণাটির প্রয়োগ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক আয় খ সঞ্চয়
● অভাব নির্বাচন ঘ বিনিয়োগ

১৩২. জনাব রায়হানের পরিস্থিতি কোনটি সৃষ্টির জন্য দায়ী? (প্রয়োগ)
● সম্পদের দুষপ্রাপ্যতা খ মিশ্র অর্থব্যবস্থা
গ সুযোগ ব্যয় ঘ দ্রব্যের উচ্চমূল্য

➲ পাঠ-১.৩ : অর্থনীতির ধারণা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৩

At a Glance

- জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে মনে করেন– সম্পদের বিজ্ঞান।
- অর্থনীতির জনক হলেন– এডাম স্মিথ।
- মানুষ তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে– নির্বাচনের মাধ্যমে।
- অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য হলো– সম্পদ আহরণ।
- অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হলো– অর্থ উপার্জন এবং অর্থ ব্যয়।
- অর্থনীতির মূল সমস্যা হলো– স্বল্পতার সমস্যা।

- অর্থনীতির গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– অধ্যাপক এল. রবিন্স।
- অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য– ৫টি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৩. কখন থেকে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধির প্রসার ঘটেছে? (অনুধাবন)
● জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে
ⓚ আধুনিকতার সাথে সাথে
ⓖ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে
ⓘ অভাব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে

১৩৪. অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের মতে, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের – সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।' (অনুধাবন)
ⓚ প্রকৃতি ও পরিমাণ ● ধরন ও কারণ
ⓖ চাহিদা ও যোগান ⓘ উপযোগ ও উৎপাদন

১৩৫. অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছেন কোন অর্থনীতিবিদ? (জ্ঞান)
● অ্যাডাম স্মিথ ⓚ মার্শাল ⓖ এল. রবিন্স ⓘ এরিস্টটল

১৩৬. অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ কোন ধারার অর্থনীতিবিদ? (জ্ঞান)
● ক্লাসিক্যাল ⓚ নিউ ক্লাসিক্যাল
ⓖ আধুনিক ⓘ প্রাচীন

১৩৭. মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য কী? (জ্ঞান)
● সম্পদ আহরণ ⓚ সম্পদ ব্যবহার
ⓖ টাকা–পয়সা উপার্জন ⓘ ব্যবসায়–বাণিজ্য

১৩৮. অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় কয়টি দুর্বলতা দেখা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ⓚ ৩ ● ৪ ⓘ ৫

১৩৯. অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় কোন বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছুই বলা হয়নি? (জ্ঞান)
ⓚ সম্পদ আহরণ ⓚ অসীম অভাব
● সেবা খাত ⓘ দ্রব্যসামগ্রী

১৪০. অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল লক্ষ্য কোনটি? (অনুধাবন)
● সম্পদ আহরণ
ⓚ দ্রব্যসামগ্রী ভোগের মাধ্যমে অভাব পূরণ
ⓖ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন
ⓘ কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো

১৪১. অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য কী? (অনুধাবন)
ⓚ অভাব পূরণ ⓚ সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য
ⓖ টাকা উপার্জন ● মানবকল্যাণ

১৪২. দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে কোন ধরনের অভাবের সম্মুখীন হতে হয়? (জ্ঞান)
● বহুমুখী ⓚ একমুখী
ⓖ প্রতিযোগিতামূলক ⓘ সসীম

১৪৩. বর্তমানে অর্থনীতির মূল সমস্যা কী? (জ্ঞান)
ⓚ চাহিদা নিরূপণ ⓚ যোগান দেওয়া
● স্বল্পতার সমস্যা ⓘ সম্পদ আহরণ

১৪৪. অর্থনীতির অধিকতর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ ডেভিড রিকার্ডো ⓚ অ্যাডাম স্মিথ
● অধ্যাপক এল. রবিন্স ⓘ অধ্যাপক মার্শাল

১৪৫. অধ্যাপক এল. রবিন্সের সংজ্ঞায় কয়টি সমালোচনার দিক রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ⓚ ৪ ⓖ ৫ ● ৬

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৬. 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে'– উক্তিটি বিশেষণ করলে যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এতে সম্পদের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে
ii. এতে মানুষের কাজ কর্মকে অবহেলা করা হয়েছে
iii. এতে সম্পদ জোগাড় করার উপায় অনুক্ত রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৭. অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হলো– (অনুধাবন)
i. অর্থ উপার্জন
ii. অর্থের শ্রেণিবিভাগ
iii. অভাব মোচনের জন্য উপার্জিত অর্থ ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৮. অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সংজ্ঞায় দুর্বলতা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সম্পদ আহরণের উপায় সম্পর্কে বলা হয়নি
ii. সম্পদ বলতে শুধু দ্রব্য ও সেবাকে বোঝানো হয়েছে
iii. সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণের ব্যাপারে উল্লেখ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৯. প্রারম্ভিক পর্যায়ে অর্থনীতির উপস্থাপক হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন– (অনুধাবন)
i. অ্যাডাম স্মিথ
ii. স্যামুয়েলসন
iii. রিকার্ডো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে। – অধ্যাপক এল. রবিন্স

১৫০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণে নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের
ⓚ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ
ⓖ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবস্থান
ⓘ আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১৫১. যেসব বিষয়ের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত সংজ্ঞাটি সমালোচিত হয়েছে তা হলো– (অনুধাবন)
i. জাতীয় আয়ের আলোচনা
ii. নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনা
iii. অভাবের পরিমাণ নির্ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১.৪ : অর্থনীতির দশটি নীতি

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৪

At a Glance

- অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা– ১০টি।
- প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলে মানুষ– ভোগ করবে।
- অর্থনীতিতে বাজারব্যবস্থা– 'অদৃশ্য হাতের' ইশারায় চলে।
- মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা– কেন্দ্রীয় ব্যাংকের।
- দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে– মুদ্রাস্ফীতি বলে।
- আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের দুটি খাত হলো– পরিবার ও ফার্ম।
- মুদ্রাস্ফীতি কমলে বাড়ে– বেকারত্ব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. আমাদের সমাজে কীসের প্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবিলা করতে হয়? (জ্ঞান)
● সম্পদের স্বল্পতা ⓚ দ্রব্যমূল্য
ⓖ সঞ্চয় ⓘ উৎপাদন ব্যয়

১৫৩. 'অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণাসমূহের আলোচনার পূর্বে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতি জানা প্রয়োজন'– এ কথা কে বলেছেন? (জ্ঞান)
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓚ এল. রবিন্স
ⓖ ডেভিড রিকার্ডো ● গ্রেগরি ম্যানকিউ

১৫৪. নিচের কোনটি অর্থনীতির নীতি? (জ্ঞান)
ⓚ মানুষ ভোগ করে ● মানুষ দেওয়া–নেওয়া করে
ⓖ মানুষ মৃত্যুবরণ করে ⓘ মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে

১৫৫. পছন্দানুযায়ী কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হয়? (অনুধাবন)
ⓚ দর কষাকষি করতে হয়

(খ) অর্থ ব্যয় করতে হয়
● পছন্দের অন্য একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়
(ঘ) অধিক মূল্যে কিনতে হয়

১৫৬. সোহাগী বাড়ির কাজের পরিবর্তে লেখাপড়া করে এটা অর্থনীতির কোন নীতির পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)
● সুযোগ ব্যয় (খ) মানুষ দেওয়া–নেওয়া করে
(গ) উৎসাহে মানুষ সাড়া দেয়া (ঘ) প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করা

১৫৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড কোম্পানি কোন ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিচিত? (জ্ঞান)
(ক) টেলিভিশন (খ) বৈদ্যুতিক ক্যাবল
(গ) কম্পিউটার ● গাড়ি

১৫৮. বাণিজ্যের পূর্বশর্ত কী? (অনুধাবন)
(ক) একপৰ লাভবান হবে (খ) পণ্যের দাম কম হবে
● দুই পৰই লাভবান হবে (ঘ) পণ্যের মান গুণগত হবে

১৫৯. নিচের কোনটি বাণিজ্যের ফলে ঘটে? (অনুধাবন)
(ক) সমাজ ৰতিগ্রস্ত হয়
● মানুষ কম দামে পণ্য কেনার সুযোগ পায়
(গ) মানুষ অধিক দামে পণ্য কিনে
(ঘ) কিছু পণ্য কাছে পায়

১৬০. কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
(ক) সমাজব্যবস্থা ● বাজারব্যবস্থা
(গ) সরকারব্যবস্থা (ঘ) পরিবারব্যবস্থা

১৬১. বাজারব্যবস্থা কীসের ইশারায় চলে? (জ্ঞান)
● অদৃশ্য হাতের (খ) সরকারের
(গ) রাষ্ট্রের (ঘ) উদ্যোক্তার

১৬২. কখন সরকারি হস্তৰেপ জরৰরি হয়ে পড়ে? (অনুধাবন)
(ক) ভোগ বেড়ে গেলে
(খ) বাজারব্যবস্থা ব্যর্থ হলে
● সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অপারগতা হলে
(ঘ) চাহিদা ও যোগান সমান হলে

১৬৩. কোনটি উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
(ক) ব্যাপক বেকারত্ব (খ) ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন
(গ) দৰ জনশক্তি ● মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতা

১৬৪. ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় কত ডলার? (জ্ঞান)
(ক) ২১,৭৪৯ ডলার (খ) ৩৫,৫০০ ডলার
(গ) ৩৭,৫০০ ডলার ● ৫১,৭৪৯ ডলার

১৬৫. ২০১২ সালে জাপানের মাথাপিছু আয় কত ছিল? (জ্ঞান)
(ক) ৩২,৪০৫ ডলার (খ) ৩৫,২০০ ডলার
(গ) ৩৮,৪০১ ডলার ● ৪৬,৭৩১ ডলার

১৬৬. মুদ্রা ছাপানোর ৰমতা কার হাতে থাকে? (জ্ঞান)
(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ● কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
(গ) সোনালী ব্যাংকের (ঘ) সরকারের

১৬৭. বাজার প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না অর্থনীতিতে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
(ক) কর্মৰম ব্যক্তি ● বেকার
(গ) অসহায় (ঘ) কর্মহীন

১৬৮. মুদ্রাস্ফীতি কমলে কোনটি বাড়ে? (জ্ঞান)
(ক) জিনিসপত্রের দাম ● বেকারত্ব
(গ) দ্রব্যের মান (ঘ) বিনিয়োগ

১৬৯. বেকারত্ব কমলে কোনটি বাড়ে? (জ্ঞান)
(ক) চাকরি (খ) জাতীয় আয়
(গ) মুদ্রাসংকোচন ● মূল্যস্ফীতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭০. সরকারি হস্তৰেপের প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে
ii. পরিবেশ দূষণ রোধে
iii. দুর্নীতি ঠেকাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭১. জাপানের মাথাপিছু আয় বেশি হওয়ায় সেখানের নাগরিকরা কিছু সুবিধা পায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. উন্নত খাবারব্যবস্থা
ii. আকাশ পথে যাতায়াত সুবিধা
iii. উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭২. 'হাসান বুক ডিপো' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পমূল্যে বাজারে বই দিতে আগ্রহী। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি– (উচ্চতর দৰতা)
i. অভিজাত শ্রেণির গ্রাহক হারাবে
ii. ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবে
iii. ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৩. মূল্যস্ফীতির ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়
ii. অর্থের মান কমে যায়
iii. দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৪. অর্থনীতির প্রতিটি কাজে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে– (অনুধাবন)
i. উৎসাহ
ii. প্রান্তিক চিন্তা
iii. প্রণোদনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৫. অর্থনীতিতে মানুষ দেওয়া–নেওয়া করে। এর কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. প্রত্যেকেই পছন্দের জিনিস পেতে চায়
ii. নিজের কাছে কম উপযোগ দ্রব্য ত্যাগ করতে চায়
iii. মানুষ সব সময় বিকল্প অবস্থা গ্রহণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৬. বিশ্বের অধিক পরিচিত গাড়ি কোম্পানির নাম হলো– (অনুধাবন)
i. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড
ii. জাপানের টয়োটা
iii. ভারতের টাটা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৭. একটি ফার্মের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপকরণসমূহ হলো– (অনুধাবন)
i. শ্রম
ii. ভূমি
iii. মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
যুথির দেশের সরকার এ অর্থবছরের যে বাজেট প্রণয়ন করেন তা হলো ঘাটতি বাজেট। এ ঘাটতি পূরণের জন্য সেই যুথির দেশের সরকার অধিক মুদ্রা ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৭৮. যুথির দেশের অধিক মুদ্রা ছাপানোর ৰমতা কার হাতে থাকে? (প্রয়োগ)
(ক) সরকারের ● কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
(গ) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের

১৭৯. যুথির দেশের সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে

ii. মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে
iii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাসুদ সাহেবের কাছে কিছু টাকা আছে। এ টাকা দিয়ে তিনি তার পছন্দের একটি মোবাইল ফোন কিনতে পারবেন। কিন্তু মোবাইল না কিনে তিনি পরবর্তী মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাসায় ফিরলেন।

১৮০. অনুচ্ছেদে অর্থনীতির কোন ধারণার প্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ক প্রান্তিক ব্যয় খ মোট ব্যয় ● সুযোগ ব্যয় ঘ অপর্যাপ্ত ব্যয়

১৮১. উক্ত ধারণাটি মাসুদ সাহেব তখনই গ্রহণ করবেন যখন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় অধিক প্রয়োজন হবে
ii. অভাবের মধ্যে অগ্রাধিকার দেবে
iii. বাজারে দ্রব্যের দাম কমে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১.৫ : আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটি খাত)

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৬

- একটি সরল অর্থনীতিতে থাকে– দুই ধরনের প্রতিনিধি।
- উৎপাদকের অপর নাম– ফার্ম।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮২. মূলধনের মালিক কী পায়? (অনুধাবন)
ক নিট আয় ● সুদ গ মজুরি ঘ খাজনা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৩. একটি সরল অর্থনীতির প্রতিনিধি হলো– (অনুধাবন)
i. ভোক্তা বা পরিবার
ii. সরকার বা পরিচালক
iii. উৎপাদক বা ফার্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৪. ভূমি ও মূলধনের বিনিময়ে পরিবারের সদস্যরা ফার্ম থেকে পায়– (অনুধাবন)
i. চিকিৎসাসেবা
ii. খাজনা
iii. সুদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১.৬ : বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৭

- পৃথিবীতে অর্থব্যবস্থা চালু আছে– চার ধরনের।
- সরকারের হস্তক্ষেপ নেই– ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- এডাম স্মিথ ও তার অনুসারীগণ সমর্থক ছিলেন– ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মূল চালিকাশক্তি– দামব্যবস্থা।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্য নাম– পুঁজিবাদি অর্থনীতি।
- ধনতন্ত্রে 'অদৃশ্য শক্তি' বলা হয়– দামব্যবস্থাকে।
- ধনতান্ত্রিক সমাজে থাকে– বৈষম্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৫. যেসব অর্থনৈতিক বিধিবিধান, দর্শন, নিয়মকানুন ও পরিবেশের দ্বারা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা খ অর্থনৈতিক আওতা
● অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ অর্থনৈতিক কাজ

১৮৬. মি. রহিম A দেশে ঘুরতে গিয়ে দেখলেন সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। A দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক সমাজতান্ত্রিক ● ধনতান্ত্রিক
গ ইসলামিক ঘ মিশ্র

১৮৭. কোন অর্থব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে? (জ্ঞান)
● ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ ইসলামি ঘ মিশ্র

১৮৮. ধনতন্ত্রে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ কীসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ● স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে
গ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘ সরকারি নিয়ন্ত্রণ

১৮৯. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অদৃশ্য শক্তি হিসেবে দাম ব্যবস্থার প্রধান ভূমিকা কী হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক দামের সমতা রক্ষা করে অর্থনীতি পরিচালনা
খ বাজার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা
● অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত করা
ঘ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা

১৯০. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্য আরেকটি নাম কী? (জ্ঞান)
ক উন্নত অর্থনীতি খ খোলা অর্থনীতি
গ মিশ্র অর্থনীতি ● পুঁজিবাদী অর্থনীতি

১৯১. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাকে গণ্য করা হয়? (জ্ঞান)
● অ্যাডাম স্মিথ খ মার্শাল গ এল. রবিন্স ঘ এরিস্টটল

১৯২. অ্যাডাম স্মিথ ও তার অনুসারীগণ কোন অর্থব্যবস্থাকে সমর্থন করেন? (জ্ঞান)
ক সমাজতান্ত্রিক খ মিশ্র গ ইসলামি ● ধনতান্ত্রিক

১৯৩. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৭ ● ৮ গ ৯ ঘ ১০

১৯৪. নিচের কোনটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
ক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খ সরকারি নিয়ন্ত্রণ
গ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ● সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা

১৯৫. কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে? (জ্ঞান)
ক সমাজতন্ত্র ● ধনতন্ত্র
গ মিশ্র অর্থনীতিতে ঘ ইসলামি অর্থনীতিতে

১৯৬. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের দামের ওপর কী নির্ভর করে? (অনুধাবন)
ক আন্তর্জাতিক বাজার খ মাথাপিছু আয়
ঘ প্রবৃদ্ধির হার ● উৎপাদন ভোগ ও বণ্টন

১৯৭. কোন অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে? (অনুধাবন)
ক সমাজতান্ত্রিক খ ইসলামি ● ধনতান্ত্রিক
ঘ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

১৯৮. কোন অর্থব্যবস্থায় নতুন নতুন দ্রব্য আবিষ্কার হয়? (জ্ঞান)
ক মিশ্র খ সমাজতান্ত্রিক
● ধনতান্ত্রিক ঘ ইসলামি

১৯৯. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় কীসের দ্বারা? (অনুধাবন)
ক সরকারি পরিকল্পনা দ্বারা
● স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা
গ ভোগকারীর স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা
ঘ সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা

২০০. কোনটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
ক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খ সরকারি নিয়ন্ত্রণ
গ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ● সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা

২০১. কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে? (জ্ঞান)
ক সমাজতন্ত্র ● ধনতন্ত্র
গ মিশ্র অর্থনীতি ঘ ইসলামি অর্থনীতি

২০২. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের দামের ওপর কী নির্ভর করে? (অনুধাবন)
ক আন্তর্জাতিক বাজার খ মাথাপিছু আয়
ঘ প্রবৃদ্ধির হার ● উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন

২০৩. কোন অর্থব্যবস্থায় নতুন নতুন দ্রব্য আবিষ্কার হয়? (জ্ঞান)

ক মিশ্র খ সমাজতান্ত্রিক ● ধনতান্ত্রিক ঘ ইসলামি

২০৪. ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারী কীসের ভিত্তিতে উৎপাদন করে? (অনুধাবন)
● চাহিদার খ যোগানের গ উপযোগের ঘ ভোক্তার

২০৫. কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে? (জ্ঞান)
ক সমাজতান্ত্রিক খ ইসলামি ● ধনতান্ত্রিক ঘ মিশ্র

২০৬. যে কোনো দ্রব্য অবাধে ভোগ করতে পারাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক ভোক্তার ইচ্ছা ● ভোক্তার স্বাধীনতা
গ ভোক্তার সামর্থ্য ঘ ভোক্তার পছন্দ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৭. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয়ের বৈষম্য প্রকট থাকে– (অনুধাবন)
i. বিত্তবানদের
ii. সাধারণ জনগণের
iii. সরকারের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৮. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দামব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. ভোক্তা কর্তৃক দাম নির্ধারণ হয়
ii. বিক্রেতা কর্তৃক দাম প্রবর্তিত হয়
iii. চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অর্থনীতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়– (অনুধাবন)
i. পারস্পরিক নির্ভরশীলতায়
ii. নিজ নিজ স্বার্থে
iii. জনকল্যাণে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কামাল মজুমদার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এমন একটি অর্থব্যবস্থা আছে যেখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দামব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দামব্যবস্থায় ঘাত–প্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ হয়। এখানে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পর্যাপ্ত।

২১০. কামাল মজুমদার যে অর্থব্যবস্থার ইঙ্গিত করেছেন তার বৈশিষ্ট্য হলো– (প্রয়োগ)
i. সম্পদের যৌথ মালিকানা বর্তমান
ii. সরকারি নিয়ন্ত্রণ অনুপস্থিত
iii. ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১১. অনুচ্ছেদে দামব্যবস্থায় ঘাত–প্রতিঘাতে বলতে বোঝানো হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি
ii. যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি
iii. চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৮

At a Glance

- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ মালিকানা– রাষ্ট্রের।
- সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা– সীমিত।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা ও খনির মালিক– সরকার।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের সুযোগ– অনুপস্থিত।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সব পরিকল্পনা– সরকার গ্রহণ করে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? (অনুধাবন)
ক ৩ খ ৪ ● ৫ ঘ ৬

২১৩. 'ক' দেশটির সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। এদেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২১৪. A একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক দেশ। দেশটিতে সম্পদের মালিক কে? (প্রয়োগ)
ক আমলারা খ জনগণ গ মন্ত্রীরা ● সরকার

২১৫. সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা কার নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে? (অনুধাবন)
● সরকার খ গোষ্ঠী গ উদ্যোক্তা ঘ পরিবার

২১৬. কোন অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে? (জ্ঞান)
ক ধনতান্ত্রিক খ মিশ্র গ ইসলামি ● সমাজতান্ত্রিক

২১৭. সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্য চলে কোন অর্থব্যবস্থায়? (অনুধাবন)
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক গ ইসলামি ঘ মিশ্র

২১৮. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
● ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি খ মুনাফা অর্জন
গ ভোক্তার স্বাধীনতা ঘ বেসরকারি উদ্যোগ

২১৯. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অনুপস্থিত? (জ্ঞান)
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২২০. সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্য চলে কোন অর্থব্যবস্থায়? (অনুধাবন)
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক গ ইসলামি ঘ মিশ্র

২২১. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোন দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদন পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক মুনাফা অর্জনের দিকে ● জাতীয় চাহিদার দিকে
গ নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে ঘ আধুনিকতার দিকে

২২২. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অনুপস্থিত? (জ্ঞান)
ক ধনতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২২৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোন দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদন পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক মুনাফা অর্জনের দিকে ● জাতীয় চাহিদার দিকে
গ নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে ঘ আধুনিকতার দিকে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়– (অনুধাবন)
i. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা
ii. সরকারি উদ্যোগের দ্বারা
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকার নির্ধারণ করে– (অনুধাবন)
i. কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে
ii. কী পরিমাণে ও কীভাবে দ্রব্য উৎপাদিত হবে
iii. কার জন্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৮

At a Glance

- পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দেখা যায়– মিশ্র অর্থব্যবস্থা।
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বিরাজ করে– মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- মিশ্র অর্থব্যবস্থায় পাশাপাশি বিরাজ করে– ব্যক্তি ও সরকারি মালিকানা।
- মিশ্র অর্থনীতিতে মৌলিক ও ভারী শিল্পসমূহ পরিচালনা করে– সরকার।
- মিশ্র অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জন– সম্ভব।
- বাংলাদেশে চালু আছে– মিশ্র অর্থব্যবস্থা।
- অনেকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা মনে করে– মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৬. ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করা হয় কোন ব্যবস্থায়? (অনুধাবন)
● মিশ্র ⓚ ইসলামি ⓖ কৃত্রিম ⓘ সংকর

২২৭. 'ক' দেশে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সহাবস্থান করে। দেশটিতে কোন অর্থব্যবস্থা চালু আছে? (প্রয়োগ)
● মিশ্র ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ ইসলামি

২২৮. বাংলাদেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ● মিশ্র
ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ ইসলামি

২২৯. মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য কয়টি? (অনুধাবন)
ⓚ ৩ ● ৫ ⓖ ৭ ⓘ ৮

২৩০. কোনটিকে গণদ্রব্য বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বাড়ি ⓚ গাড়ি ● মহাসড়ক ⓘ খাদ্য

২৩১. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শিল্পকারখানা, ব্যবসা–বাণিজ্য পরিচালিত হয়– (অনুধাবন)
ⓚ রাষ্ট্রীয় মালিকানায়
ⓚ সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা
ⓖ বেসরকারি মালিকানায়
● সরকারি ও বেসরকারি উভয় মালিকানায়

২৩২. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃতি থাকে? (জ্ঞান)
● মুনাফা অর্জন ⓚ মূলধন বিনিয়োগ
ⓖ নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য ⓘ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

২৩৩. কোন অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতার পাশাপাশি সরকার প্রয়োজন অনুসারে ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? (জ্ঞান)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ ইসলামি ● মিশ্র

২৩৪. অনেকে কোন অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা মনে করে? (জ্ঞান)
● মিশ্র ⓚ ধনতন্ত্র ⓖ ইসলামি ⓘ অবাধ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৫. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে– (অনুধাবন)
i. গণদ্রব্য
ii. স্থাবর সম্পত্তি
iii. অস্থাবর সম্পত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩৬. ভোক্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়– (অনুধাবন)
i. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
ii. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
iii. মিশ্র অর্থব্যবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩৭. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার প্রয়োজন অনুসারে যেসব দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে– (অনুধাবন)
i. ধূমপান
ii. মাদকদ্রব্য
iii. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩৮. যেসব দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান– (অনুধাবন)
i. ভারত
ii. যুক্তরাষ্ট্র
iii. চীন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩৯ ও ২৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' দেশটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অধিকাংশ বৃহৎ শিল্পকারখানা পরিচালিত হয়। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২৩৯. 'ক' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত? (প্রয়োগ)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ ইসলামি
● মিশ্র

২৪০. 'ক' দেশটিতে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মহাসড়ক
ii. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
iii. জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪১ ও ২৪২ নং প্রশ্নোত্তর দাও :
রনি সাহেবের দুইটি সন্তান। প্রথম সন্তানকে একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছেন। কিন্তু অন্য সন্তানটি সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় তাকে বেসরকারি একটি স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হন। কিন্তু বেসরকারি স্কুলের বেতন অনেক বেশি।

২৪১. অনুচ্ছেদটি কোন অর্থব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● মিশ্র ⓘ ইসলামি

২৪২. উক্ত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভোক্তার স্বাধীনতা
ii. ব্যক্তিগত উদ্যোগ
iii. সরকারি উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৯

At a Glance

- ইসলামের মৌলিক নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে– ইসলামি অর্থব্যবস্থা।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজের জন্য– কল্যাণকর।
- তিনটি মূল নীতির উপর নির্ভর করে– ইসলামি অর্থব্যবস্থা।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য– ৭টি।
- ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের কথা বলা হয়েছে– ইসলামি অর্থনীতিতে।
- ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে– ইসলামি অর্থনীতিতে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৩. ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের ওপর ভিত্তি করে কোন অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ⓚ মুক্তবাজার অর্থনীতি ⓚ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
● ইসলামি অর্থব্যবস্থা ⓘ পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থা

২৪৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার উলেরখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ⓚ ৬ ● ৭ ⓘ ৮

২৪৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ⓚ মুক্তবাজার অর্থনীতির ● মৌলিক নিয়মকানুনের
ⓖ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ⓘ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার

২৪৬. কোন অর্থব্যবস্থা মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে? (জ্ঞান)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক
● ইসলামি ⓘ মুক্তবাজার

২৪৭. ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে কোনোরূপ বৈষম্য নেই কোন অর্থব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
● ইসলামি ⓚ মিশ্র ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ ধনতান্ত্রিক

২৪৮. ইসলামি অর্থনীতির মূল নীতিমালা কীসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
ⓚ রাষ্ট্রের মালিকানার ● ইসলামি শরিয়তের
ⓖ ব্যক্তিগত পরিকল্পনার ⓘ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার

২৪৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগবণ্টন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ সংবিধান অনুযায়ী ● আলরাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী
ⓖ সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ⓘ প্রচলিত নীতি অনুযায়ী

২৫০. কোন অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণে সব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথা বলা হয়? (জ্ঞান)
● ইসলামি ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ মিশ্র ⓘ ধনতান্ত্রিক

২৫১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজের জন্য কেমন? (অনুধাবন)
ক কাম্য ● কল্যাণকর গ অকল্যাণকর ঘ ৰতিকর

২৫২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মানুষ নিজেকে কার আমানতদার হিসেবে গণ্য করে? (জ্ঞান)
● স্রষ্টার খ পরিবারের গ রাষ্ট্রের ঘ সমাজের

২৫৩. কোন অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণের স্বীকৃতি নেই? (জ্ঞান)
ক ধনতান্ত্রিক ● ইসলামি
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ মিশ্র

২৫৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার বণ্টনব্যবস্থা কেমন? (অনুধাবন)
ক বৈষম্যভিত্তিক ● ন্যায়বিচারভিত্তিক
গ মুনাফাভিত্তিক ঘ সুদভিত্তিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যবস্থা আছে– (অনুধাবন)
i. সুদমুক্ত আমানত রাখা
ii. মূলধনের জন্য সুদ প্রদানের ব্যবস্থা
iii. সুদমুক্ত ঋণগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৬. ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও লোভ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. সম্পদের মালিক আলৱাহ
ii. শরিয়তের বিধানে পরিচালিত
iii. ধনী–দরিদ্রে কোনো বৈষম্য নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৭. ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লৰ্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সর্বাধিক মুনাফা অর্জন
ii. হালাল পথে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন
iii. ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৮. ইসলামি অর্থনীতিতে যে পদ্ধতিতে ধনীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা হয় তা হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ফিতরা ii. যাকাত
iii. জিজিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৯ ও ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উৎপাদনের একটি অন্যতম উপাদান হলো মূলধন। সাধারণত মূলধন প্রদানকারীকে সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু একটি বিশেষ অর্থব্যবস্থায় তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৫৯. উল্লিখিত অংশে কোন অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সমাজতন্ত্র খ মিশ্র
● ইসলামি ঘ ধনতন্ত্র

২৬০. এ ধরনের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. শোষণমুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া
ii. মজুরি প্রদানে ন্যায় ও সাম্যনীতি
iii. অবদানের ভিত্তিতে পাওনা পরিশোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬১. গ্রিক সভ্যতার চিন্তাবিদ ছিলেন– (অনুধাবন)
i. পেরটো
ii. এল. রবিন্স
iii. এরিস্টটল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬২. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. মানুষের অভাব অসীম
ii. সম্পদের যোগান অসীম
iii. অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় সীমিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৩. বাজার ব্যবস্থায় সরকারি হস্তৰেপের দরকার হয়ে পড়ে যে বিষয়গুলো হতে রৰার জন্য– (অনুধাবন)
i. পরিবেশ দূষণ
ii. দুর্নীতি
iii. মুদ্রানীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৪. ভোক্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়– (অনুধাবন)
i. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
ii. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
iii. মিশ্র অর্থব্যবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৫. সমাজতন্ত্রে উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য
ii. জাতীয় চাহিদার জন্য
iii. সামগ্রিক কল্যাণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৬. গ্রিক সভ্যতায় শহরের অধিবাসীরা ছিল মূলত– (উচ্চতর দৰতা)
i. অর্থনীতিবিদ
ii. ব্যবসায়ী
iii. মিস্ত্রি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৭. একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ৰমতার ওপর। কেননা এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মাথাপিছু আয় বাড়ে
ii. উন্নত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করা যায়
iii. শ্রমিকদের কর্মৰমতাও বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬৮. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ব্যক্তিগত উদ্যোগ ii. সরকারি নিয়ন্ত্রণ
iii. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৯. মিশ্র অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. বেসরকারি উদ্যোগ ও স্বাধীনতা
ii. শোষণহীন সমাজব্যবস্থা
iii. সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭০ ও ২৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুষ্ঠুনীতির মাধ্যমে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য সরকারকে জনকল্যাণের ওপর গুরবত্ব দিয়ে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২৭০. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা উত্তম? (উচ্চতর দৰতা)

● মিশ্র ⓚ ধনতান্ত্রিক
ⓖ ইসলামি ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৭১. শোষণহীন সমাজগঠনে পদৰেপ হলো– (অনুধাবন)

i. ধনী দরিদ্র ব্যবধান হ্রাসে সুষ্ঠু করনীতি
ii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
iii. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭২ ও ২৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অর্থনীতিবিদ ড. দেব অর্থনীতির কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক কাজগুলো পরিকল্পিতভাবে করার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য, সরকারি অর্থব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আলোচনা অর্থনীতিতে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। তাছাড়া সরকার অধিক পরিমাণে মুদ্রা ছাপালে মুদ্রার মূল্য কমে যায়।

২৭২. অর্থনীতিবিদ ড. দেবের ধারণা অনুসারে অধিক মুদ্রা ছাপালে কী ঘটে? (প্রয়োগ)

● মুদ্রাস্ফীতি ⓚ মুদ্রা সংকোচন
ⓖ দামের পরিবর্তন ⓘ মুদ্রার চাহিদা বেড়ে যায়

২৭৩. ড. দেব অর্থনীতির যে কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহলে হতে পারে– (উচ্চতর দৰতা)

i. মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি
ii. দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি
iii. বেকারত্ব বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭৪ ও ২৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অধ্যাপক ড. কাইস একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, শুধু উৎপাদন পরিপূর্ণ হলেই দরিদ্রতা দূর হয়ে যায় না। যদি তা ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন না হয়। তা না হলে সমাজে দরিদ্রতা থেকেই যাবে ।

২৭৪. অধ্যাপক ড. কাইস কোন অর্থব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন? (প্রয়োগ)

ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক
● ইসলামিক ⓘ মিশ্র

২৭৫. ডা. কাইসের মতে দারিদ্র্য দূর করার জন্য যা করতে হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ
ii. যাকাত ও ফিতরা ব্যবস্থা
iii. সুদমুক্ত অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মি. শফিক 'A' দেশের একটি বেসরকারি কলেজ শিৰক। বড় ছেলে সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করছে। ছোট ছেলেকে 'B' দেশে উচ্চশিৰার জন্য পাঠিয়েছেন। সে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। সেই দেশের সকলেই সরকারি শিৰা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে। কেননা এখানে বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। সকল সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে গৃহীত হয়। [স. বো. '১৬]

ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. সম্পদের দুষপ্রাপ্যতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? বিশেরষণ কর। ৩
ঘ. তুমি কি 'B' দেশের অর্থব্যবস্থাকে সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তৰেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।

খ অর্থনীতিতে 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা' বলতে সম্পদের স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্যকে বোঝায়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন হলো পর্যাপ্ত সম্পদ। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ খুবই সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের পৰে সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই স্বল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। সম্পদের এই স্বল্পতা বা অভাব পূরণের উপকরণের সীমাবদ্ধতাকেই দুষপ্রাপ্যতা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থার ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে 'A' দেশের মি. শফিক একটি বেসরকারি কলেজ শিৰক। তার বড় ছেলে আবার সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে, 'A' দেশে শিৰাৰেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিদ্যমান। আবার মি. শফিক ছোট ছেলেকে বিদেশে উচ্চ শিৰার জন্য পাঠিয়েছেন। এ স্বাধীনতাও মিশ্র অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থাই বিদ্যমান।

ঘ না আমি 'B' দেশের অর্থব্যবস্থাকে সমর্থন করি না। 'B' দেশের অর্থব্যবস্থা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। 'B' দেশে বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নেই এবং সকল সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে গৃহীত হয়। এ দুইটি বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ৰেত্রে ভোক্তারা সরকার–নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না। অধিকাংশ ৰেত্রে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বহু সংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সবই সরকারের অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

বস্তুত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সবকিছু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি মনে করি এতে মানবসত্তা বিকশিত হয় না এবং জনগণ তাদের কর্মদৰতা এবং যোগ্যতাকে পরিপূর্ণ এবং যথার্থরূপে কাজে লাগাতে পারে না। এর অনিবার্য ফল হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় উন্নতির স্থবিরতা, সামাজিক জীবনের অসাড়তা এবং ব্যক্তি জীবনের নিশ্চল অবস্থা। এসব বিবেচনায় আমি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমর্থন করি না।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

লিমন উচ্চ শিৰা লাভের উদ্দেশ্যে 'ক' দেশে যায়। সেখানে সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি কারখানায় খণ্ডকালীন চাকরি পায়। তার মালিককে কারখানাটি স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। এখানে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। [স. বো. '১৫]

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা প্রচলিত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, 'ক' দেশের ভোক্তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে? তোমার উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা : "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"

খ কোনো একটি কাজের জন্য একটি কাজের সুযোগ হাতছাড়া করে ঐ কাজটি করাকে সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থনীতির একটি গুরবত্বপূর্ণ নীতি হলো সুযোগ ব্যয়। এ নীতিটি ব্যাখ্যার জন্য বলা যায়, একজন ছাত্র পড়াশোনার জন্য বাড়িতে উৎপাদন কাজে সময় প্রদান করতে পারছে না। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা হলো লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়।

গ 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। পাঠ্যবইয়ে বিবৃত রয়েছে, ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তৰেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে। উপরন্তু ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন : উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তৰেপ কাম্য নয়। উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' দেশে লিমন একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানায় খণ্ডকালীন চাকরি করে। তার মালিকের কারখানা স্থাপনে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হয়নি। অর্থাৎ লিমন ও তার মালিকের কার্যক্রম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নির্দেশ করে। সুতরাং, বৈশিষ্ট্যের নিরিখে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত।

ঘ আমি মনে করি, 'ক' দেশের ভোক্তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। 'ক' দেশটি একটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দেশ। এ জাতীয় অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই যে, ভোক্তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। যদিও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা বর্তমানে বিশ্বের কোনো অর্থব্যবস্থায়ই দেখা যায় না। বরং দেখা যায় মিশ্র অর্থব্যবস্থার আওতাধীন ভোক্তা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা পায়। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না। কেননা, ৰতিকর পণ্যের দামের ওপর সরকার প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন : আমাদের দেশে ধূমপান, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদন ও ভোগ। কিন্তু 'ক' দেশটি মিশ্র অর্থব্যবস্থার এমন কোনো ইঙ্গিত উদ্দীপকে নেই। তাই যে বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকে উলিৱখিত হয়েছে তার নিরিখে কেবল 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা রূ পেই চিহ্নিত করা যায়। তাই, যুক্তির বিচারে মেনে নিতেই হয়, আর আমিও তাই মনে করি 'ক' দেশের ভোক্তারা দ্রব্য ক্রয় ও ভোগে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

প্রশ্ন– ৩ অসীম অভাব ও সম্পদের স্বল্পতা

দুলাল মিয়ার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। তিনি সরকারি চাকুরে। অভাব তার নিত্যসঙ্গী। অল্পস্বল্প বেতন এবং দুই এক টুকরো জমি চাষ করে তিনি সকল অভাব পূরণ করতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন দেয় তো, তাদের পোশাক কেনার সামর্থ্য থাকে না। এভাবেই কষ্ট করে চলে তার সাংসারিক জীবন। [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি কার লেখা? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অভাব পূরণের ৰেত্রে দুলাল মিয়ার কী কী সমস্যা দেখা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'দুলাল মিয়ার মতো অন্য সকলের অভাবের শেষ নেই' বিশেৱষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি প্রাচীন লেখক কৌটিল্যের লেখা।

খ মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণে পারিচালিত অর্থব্যবস্থাকে বোঝায়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

গ অভাব পূরণের ৰেত্রে দুলাল মিয়ার সম্পদের স্বল্পতা এবং সীমাহীন অভাবের সমস্যাগুলো দেখা দেয়। মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু সম্পদ সীমিত। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা মানুষের সীমাহীন অভাব পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। তাই অভাবের গুরবত্ব অনুযায়ী মানুষ সীমিত সম্পদ ব্যয় করে থাকে। উদ্দীপকে দুলাল স্বল্প বেতনভোগী একজন চাকরিজীবী। তার সংসারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় অভাবগুলোও বহুমাত্রিক। তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে সবার অভাব সমানভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে তিনি ছেলেমেয়েদের অভাবগুলো পূরণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ এবং অভাবের বহুমাত্রিকতার কারণেই দুলাল তার পরিবারের সদস্যদের সব অভাব মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

ঘ মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন। এটি দুলাল মিয়ার মতো অন্য সবার জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি সঠিক। মানুষের চাওয়া পূরণ না হওয়াই হলো অভাব। পৃথিবীতে মানুষের সকল অভাব পূরণ না হওয়ার পেছনে রয়েছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধ সম্পদ থাকায় মানুষ তাদের হাজারো অভাব পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। উদ্দীপকে আমরা দুলাল মিয়ার সংসারে অভাবের বহুমাত্রিকতা দেখতে পাই। স্বল্প আয়ের মানুষ বলে তিনি সন্তানদের পড়াশোনা বা পোশাক–আশাকের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। একটি পূরণ হলেও অন্যটি অপূর্ণ থেকে যায়। এরকম প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে অভাবের সীমাহীনতা। অর্থাৎ মানুষের অভাবের কোনো শেষ নেই। যেমন, একজন শিৰার্থীর কাছে এক হাজার টাকা রয়েছে। কিন্তু তার বইপুস্তক ছাড়াও শার্ট, প্যান্ট, জুতা ক্রয় করা দরকার। এখন এক হাজার টাকা দিয়ে একসাথে এতগুলো অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। এভাবে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই অভাবের অসীমতা লৰ করা যায়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে আমরা বলতে পারি, দুলালের মতো প্রত্যেক মানুষের জীবনে অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন– ৪ অসীম অভাব ও সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা

অধ্যাপক আনিসুর রহমান এমন একটি বিষয় নিয়ে বক্তব্য পেশ করলেন যেটি একটি গতিশীল বিজ্ঞান। সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে এর বিষয়বস্তু ও পরিধির প্রসার ঘটেছে। অসীম অভাবকে

কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, এ বিষয়টি খুব গুরবত্বের সাথে আলোচনা করে। এ বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন গুরবত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মতামত প্রদান করেছেন। তবে এ বিষয়ে এল. রবিন্সের দেয়া সংজ্ঞা বা মতটিকে আনিসুর রহমান সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কী? ১
খ. 'অসীম অভাব' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অধ্যাপক আনিসুর রহমান কোন বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন? ৩
ঘ. উক্ত বিষয় সম্পর্কে আনিসুর রহমান এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করার যৌক্তিকতা তুলে ধর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাবদ্ধ সম্পদ এবং অসীম অভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্পর্কীয় আলোচনাই হলো অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

খ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অভাবের সীমাহীনতাকেই অসীম অভাব বলা হয়। কোনো একটি দ্রব্যের অভাব পূরণ হলে আবার নতুন অভাবের জন্ম হয়। যেমন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি অভাব পূরণ হলে মানুষ উন্নতমানের জীবনযাপনের জন্য পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক পোশাক, সুরম্য বাসভবন, উন্নতমানের চিকিৎসা ইত্যাদি অনেক দ্রব্য ও সেবার অভাব অনুভব করে। অসীম অভাব বলতে অভাবের এরকম সংখ্যাধিক্যতাকেই বোঝায়।

গ অধ্যাপক আনিসুর রহমান অর্থনীতি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন। অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষ নতুন নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। এর ফলে অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তুও বিস্তৃত হতে থাকে। জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও বেড়ে চলেছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। মানুষের অসীম অভাবকে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করার সব ধরনের পদ্ধতি অর্থনীতির মাধ্যমে জানা যায়। উদ্দীপকে আনিসুর রহমানও যে বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন সেটিও গতিশীল একটি বিষয়। সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে এর বিষয়বস্তু ও পরিধির প্রসার ঘটছে। অসীম অভাবকে সীমিত সম্পদ দ্বারা কীভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় এ বিষয়টি খুব গুরবত্বের সাথে আলোচনা করে। সুতরাং দেখা যায়, আনিসুর রহমানের বক্তব্যের বিষয়গুলো অর্থনীতির প্রকৃতিগত দিককেই তুলে ধরে।

ঘ অর্থনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুর রহমান এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তার এ ধারণাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। অধ্যাপক এল. রবিন্সের মতে, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে। মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায় তা অর্থনীতির একটি গুরবত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়। অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের মূল সমস্যা। যে কোনো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু সম্পদ সীমিত। এমতাবস্থায় এল. রবিন্স মনে করেন। অর্থনীতি এ অসীম অভাব এবং দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজগুলো আলোচনা করে। এসব কারণে এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটিই অর্থনীতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। তাই উদ্দীপকের অধ্যাপক আনিসুর রহমানের ধারণাটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৫ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

A দেশটির অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। A দেশের কলকারখানা, খনি, জমি প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। দেশের জনগণ বা রাষ্ট্রই এসব সম্পদের মালিক। এ অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নেই। দেশের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ প্রভৃতি সবকিছুই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপৰ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। [কামরবন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. মুদ্রা ছাপানোর ৰমতা কার হাতে থাকে? ১
খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. A দেশটির অর্থব্যবস্থা কীভাবে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে A দেশটির অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রা ছাপানোর ৰমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে।

খ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। এ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী আয় করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এরূ প বণ্টননীতির ফলে সমাজের আয় ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। দেশের যাবতীয় সম্পদের বণ্টন সমাজের বিভিন্ন ৰেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক বণ্টিত হয়ে থাকে। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।

গ A দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান যেদেশের অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা, যেখানে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া তথা সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণের দিকে লৰ রেখেই পরিচালিত হয়। এতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জনগণের আয় এবং সঞ্চয় বাড়ে। জনগণের অধিক মূলধন গঠন সচেষ্ট থাকে। মূলধনের বৃদ্ধি ঘটার সাথে সাথে দেশের উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ বণ্টন অর্থাৎ যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কল্যাণ সাধিত হয়। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপৰের দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সাধিত হয়। এতে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হয়। সুতরাং বলা যায়, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে।

ঘ শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে A দেশের অর্থব্যবস্থার অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই– মন্তব্যটি যথার্থ। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বা উদ্যোগ অনুপস্থিত বিধায় এসবের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয়ে থাকে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের আয় বাড়ে। জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। সম্পদের এবং জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ফলে দেশের জনগণের আয়বৈষম্য

অনেকাংশে হ্রাস পায়। ধনী–দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য কমে গিয়ে একই সমতায় চলে আসার প্রবণতা থাকে। মুষ্টিমেয় লোক নিজের ভাগ্যগুণে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে অন্যদের সুযোগ–সুবিধাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে না। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি সব কিছুই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপৰ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এজন্য এ অর্থব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা বলা হয়। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের কোনো সুযোগ থাকে না। পরিশেষে বলা যায়, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা

রেজার দেশটি বর্তমানে একটি উন্নত দেশ। দেশটির অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর সরকার কোনোরকম হস্তৰেপ করে না। দেশের উৎপাদনকারীরা স্বাধীন এবং বেসরকারি উদ্যোগের ৰেত্রেও কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু ইতোপূর্বে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা একরকম ছিল না। তখন জমিজমা, কলকারখানা এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছিল এবং উৎপাদন, বণ্টন, ব্যবসায় বাণিজ্য সবই সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হতো।

[মর্গান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]

ক. বিশ্বে কত ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বর্তমানে রেজার দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূ প বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণে দেশটির পূর্বের অর্থব্যবস্থা অধিকতর শ্রেয় ছিল' মতটির পৰে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বে চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

খ যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে।

গ রেজার দেশে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিমালিকানার প্রাধান্য থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ প্রভৃতি ৰেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের উপস্থিতি থাকে। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, রেজার দেশের অর্থব্যবস্থায় সরকার কোনোরূ প হস্তৰেপ করে না। দেশের উৎপাদনকারীরা স্বাধীনভাবে উৎপাদন করে। তাই এ অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই উৎপাদন ও ভোগ কার্য পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রৰচি অনুসারে যেকোনো দ্রব্য, যেকোনো পরিমাণে অবাধে ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। এ অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে। এ অর্থনীতিতে সর্বাধিক বেশি মুনাফা অর্জনের লৰ্যে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকটিতে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে বলা যায়, রেজার দেশটিতে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে যদিও সেখানে পূর্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। জনগণের মৌলিক অধিকার রৰার ৰেত্রে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অধিক কার্যকর। কারণ– সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপৰ সকল উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এৰেত্রে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা। এককথায়, প্রতিটি লোকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিৰা এবং জীবনের সাধারণ ঝুঁকির বিপৰে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করা সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রধান দায়িত্ব। ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির শোষণ মৌলিক অধিকারবিরোধী। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি পর্যায়ে মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন হয় না। এজন্য এখানে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদান ও শোষণ করার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এখানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরৰিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় সকল সৰম ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এখানে বেকার থাকার কোনো আশঙ্কা থাকে না। আবার সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা আহরণের কোনো সুযোগ না থাকায় এ ব্যবস্থায় আয়ের বণ্টনও সুষম হয়ে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, রেজার দেশটিতে যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন সেখানে জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ হতো। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে পূরণ হচ্ছে না।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও তার গ্রহণযোগ্যতা

বাংলাদেশের একটি মোবাইল অপারেটর বাজারে একটি বিশেষ প্যাকেজ ছাড়ে। এ প্যাকেজের আওতায় রাত ১২টার পর থেকে সকাল পর্যন্ত প্রথম মিনিটের পর বিনা টাকায় কথা বলা যেত। এ প্যাকেজ উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের বেশি আকৃষ্ট করে। ফলে তারা রাত জেগে পড়াশোনার পরিবর্তে মোবাইল ফোনে বেশি সময় দিতে থাকে। এ ৰতিকর দিক বিবেচনা করে সরকার মোবাইল অপারেটরকে এ প্যাকেজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

[চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ইস্পাহানি স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ইসলামি অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২
গ. কোন অর্থব্যবস্থা চালু থাকার কারণে বাংলাদেশের সরকার মোবাইলের বিশেষ প্যাকেজ বন্ধ করতে পেরেছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের এ ধরনের হস্তৰেপের গ্রহণযোগ্যতা বিশেৱষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Economics।

খ ইসলামি অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– আলৱাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া। ইসলামি বিধান মতে সবরকম মৌলিক সম্পদের মালিক আলৱাহ। এই সম্পদ ব্যবহারের ৰেত্রে মানুষ নিজেকে স্রষ্টার আমানতদার মনে করে। এজন্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও অহংকার সৃষ্টি করে না।

গ মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু থাকার কারণে বাংলাদেশ সরকার মোবাইলের বিশেষ প্যাকেজ বন্ধ করতে পেরেছিল। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনবোধে বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ফলে যেন দেশের মানুষের কোনোরূ প ক্ষতি সাধিত না হয় এবং সামাজিক, সংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়; এ বিষয় সরকার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটর কোম্পানি যে বিশেষ প্যাকেজ ছাড়ে, তা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে সরকার জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিশেষ প্যাকেজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু থাকা তথা বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ব্যবস্থা থাকায় সরকার প্যাকেজটি বন্ধ করতে পেরেছিল।

ঘ জনস্বার্থে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দীপকে বর্ণিত হস্তক্ষেপ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশে বহুসংখ্যক বড় কারখানা এবং কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত একটি মোবাইল অপারেটর বিশেষ প্যাকেজ বাজারে ছাড়ে। এ প্যাকেজ রাত ১২টা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রথম মিনিটের পর ফ্রি কথা বলার সুযোগ দেয়। ফলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা রাতে পড়াশোনা বা বিশ্রাম গ্রহণের পরিবর্তে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ অবস্থায় সরকার প্যাকেজটি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারের এ ধরনের হস্তক্ষেপ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। কারণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়–বাণিজ্যগুলো জনসাধারণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং এসব ক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগের উচ্চসীমাও নির্ধারণ করে দেয়। মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। পরিশেষে বলা যায়, জনসাধারণের সমুদয় ক্ষতির কথা চিন্তা করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে বিধায় উদ্দীপকে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারের এ ধরনের হস্তক্ষেপ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৮ মানুষের প্রান্তিক চিন্তাধারা ও তার নীতিমালা

মনিকা এসএসসি পরীক্ষায় 'A' গ্রেড পেয়েছে। রেজাল্ট পাওয়ার পর চিন্তা করল যদি একটু ভালো করে পড়তাম তবে আরও দুটি বিষয়ে আমার 'A⁺' আসত এবং আমি 'A⁺' পেতাম।

ক. অর্থনীতির অধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে? ১

খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. মনিকার রেজাল্টের যে প্রত্যাশা তা অর্থনীতির কোন নীতির মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মনিকার চিন্তাধারার মতো আর কোন কোন নীতিমালা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির অধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এল. রবিন্স।

খ কোনো একটি কাজের জন্য অন্য একটি কাজের সুযোগ হাতছাড়া করে ঐ কাজটি করাকে সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সুযোগ ব্যয়। এ নীতিটি ব্যাখ্যার জন্য বলা যায়, একজন ছাত্র পড়াশোনার জন্য বাড়িতে উৎপাদন কাজে সময় প্রদান করতে পারছে না। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা হলো লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়।

গ মনিকার রেজাল্টের প্রত্যাশা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতি মানুষের প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করার মধ্যে পড়ে। আমাদের সমাজে সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবিলা করতে হয়। এসব অভাব মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ নানা ধরনের ধারণা করে থাকে। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করা হলো কাজের শেষে ফলাফলের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। অর্থাৎ কোন কাজটি করলে সর্বাধিক ভালো হতো সে বিষয়ে চিন্তা করা। উদ্দীপকের মনিকা এসএসসি পরীক্ষায় 'A' গ্রেড পেয়েছে। এ ফলাফলের প্রেক্ষিতে তার কাছে মনে হচ্ছে আর একটু ভালো করে পড়লে হয়তো সে 'A⁺' পেতে পারত। এই যে চিন্তাটি মনিকার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এটিই হলো প্রান্তিক চিন্তা। আর এটি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

ঘ মনিকার চিন্তাধারার মতো আরও কিছু নীতিমালা রয়েছে, যা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য নীতিমালাগুলো হলো– মানুষের দেওয়া–নেওয়া অর্থাৎ একটি পেতে গেলে মানুষকে অন্য একটি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। আবার সুযোগ ব্যয়, যেমন, পড়াশোনার জন্য বাড়িতে উৎপাদন কাজে সময় দিতে না পারার বিষয়টিও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার প্রণোদনায় সাড়া দেওয়ার বিষয়টিও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, শ্রমিক বেশি পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা পেলে কাজের গতি বৃদ্ধি করে দেয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোম্পানি লাভবান হয়। এমন একটি নীতিমালাও অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারকে উত্তম পন্থা হিসেবে মনে করা, সরকারি উদ্যোগে বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করা, দ্রব্য ও সেবার ওপর মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব মুখোমুখি অবস্থান নেওয়া, অতিরিক্ত মুদ্রার আধিক্যে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি ধারণাগুলো অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণের প্রচেষ্টা চালায়। এসব অসীম অভাব পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের কিছু মৌলিক চিন্তা অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব চিন্তাধারাই হলো অর্থনীতির নীতিমালা।

প্রশ্ন– ৯ রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা

'ক' রাষ্ট্রটিতে দাসপ্রথা একটি স্বীকৃত বিষয় হিসেবে বিবেচিত ছিল। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রচিন্তাবিদরাই সর্বপ্রথম ব্যক্তিমালিকানার ধারণা দেন। আর 'খ' রাষ্ট্রটি আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণ।

ক. একটি সরল অর্থনীতিতে কয় ধরনের প্রতিনিধি থাকে? ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রটির সাথে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সাদৃশ্য রয়েছে? তার স্বরূ প তুলে ধর। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ধারণা থেকেই বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধারণার উৎপত্তি হয়েছে–তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি থাকে।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময় বণ্টন ও ভোগসহ সমাজের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী নিজ ইচ্ছানুযায়ী এ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ক্রয়–বিক্রয় করে। ভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভোক্তা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ অর্থব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই এ অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতি বলে।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রটির সাথে প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রটিতে দাসপ্রথা একটি স্বীকৃত বিষয় হিসেবে সবাই দাসপ্রথাকে মেনে নিয়েছে। আর এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণই সর্বপ্রথম ব্যক্তিমালিকানা ধারণার জন্ম দেন। গ্রিক সভ্যতা ছিল মূলত নগররাষ্ট্রভিত্তিক সভ্যতা। এ সভ্যতায় গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলসহ অন্যরা ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমবিভাজন, ব্যবসায় এবং অর্থের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রিসের নগররাষ্ট্রসমূহে। দাসপ্রথা ছিল এ যুগের একটি স্বীকৃত বিষয়। শহরের অধিবাসীরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী ও মিস্ত্রি। এছাড়া প্লেটো ও এরিস্টটল এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আর এভাবেই ব্যক্তিমালিকানা ধারণাটির উদ্ভব ঘটে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রটির ন্যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের কারণেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি। উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রটি আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করে তাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করত। তাদের এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণ। এসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল তার সাথে উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ড উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু আমদানি করত। এ সময় মানুষের জীবনযাপনও বিলাসবহুল ছিল এবং সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় ছিল। সুতরাং সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায়, পুরোপুরি না হলেও 'খ' রাষ্ট্রটিতেই পুঁজিবাদের ধারণার বীজ বপিত হয়েছিল।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ

জয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার বাবা তাকে প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা দেন খরচের জন্য। কিন্তু সে অনেক কিছুর অভাববোধ করে। যে কারণে সে মনে করে তার এ টাকা যথেষ্ট নয়। তবুও সে তার বাবার কাছে দ্বিতীয়বার টাকা চাইতে পারে না।

ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শ্রমকে কেন অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? ২

গ. জয়া তার বাবার নিকট থেকে টাকা পাওয়ার পরও তার অভাব মেটাতে না পারা কোনটি প্রমাণ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জয়ার অনেক কিছুর অভাব সীমিত টাকা দিয়ে কি পূরণ করা সম্ভব? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

খ ইসলামি অর্থব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহর নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়। এখানে যে উৎপাদন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে শ্রমকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সাধারণ শ্রম ছাড়া ভোগ কিংবা কোনো অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। মহানবি (স.) শ্রমের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোনো দিন খায়নি' (বুখারি)। তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যেকোনো ভোগ শ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা সম্পন্ন করার গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। উদ্দীপকের জয়ার পরিস্থিতি এ ধারণাই প্রমাণ করে। উদ্দীপকে জয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। তার বাবা তাকে প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা দেন খরচের জন্য। কিন্তু এ টাকা দিয়ে সে তার সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। মানুষের সব অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে সম্পদের স্বল্পতা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে অগণিত অভাবের সম্মুখীত হতে হয়। কিন্তু মানুষের অভাব পূরণের উপকরণ বা উপায় সীমিত। মানুষের অভাব যেমন অসীম তেমনি অভাব পূরণের উপকরণগুলোও যদি অসীম হতো তাহলে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হতো না। কিন্তু বাস্তবে মানুষের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত সম্পদ অত্যন্ত সীমিত এবং অপর্যাপ্ত। এ কারণে উদ্দীপকে জয়া তার সব অভাব এক সাথে পূরণ করতে পারে না।

ঘ জয়ার অনেক অভাব সীমিত টাকা দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। উদ্দীপকে জয়া একজন ছাত্রী। তার বাবা তাকে প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা দেন খরচ করার জন্য। কিন্তু সে একই সাথে অনেক কিছুর অভাববোধ করে। ফলে সে মনে করে এ টাকা তার জন্য যথেষ্ট নয়। এটিই হলো অর্থনীতির মূল সমস্যা। মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমাহীন অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের নিয়োগ বিন্যাসই অর্থনীতির প্রধান সমস্যা। মানুষের অভাব পূরণের উপায়গুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য বলে পছন্দ বা নির্বাচনের সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের সব অভাবের গুরুত্ব একরকম নয়। কোনোটির গুরুত্ব বেশি আবার কোনোটির গুরুত্ব কম। কোনো উপকরণ দ্বারা একটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে অন্য উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে হয়। এমতাবস্থায় যে উপকরণগুলোর প্রয়োজন অত্যধিক সে অনুযায়ী অভাব পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ সমস্যাটির একটি সুরাহা হবে এভাবেই উদ্দীপকের জয়া তার অভাব পূরণ করতে পারবে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ ইসলামিক অর্থব্যবস্থা

হাজী মোহাম্মদ সেলিমের একমাত্র মেয়ে আয়েশার বিয়ের পর তার স্বামী তাকে অন্য একটি দেশে নিয়ে যায়। সেদেশের অর্থব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে একটু ভিন্ন। এখানে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে তা নিয়মতান্ত্রিক। বৈধ উপার্জনের ওপর রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। মানবকল্যাণের জন্য এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়। আর সম্পদ বণ্টনের মূল লক্ষ্য হলো ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ক. যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ১

খ. অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতি সম্পর্কে কী বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আয়েশাকে যেদেশে নিয়ে যাওয়া হয় সেদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা উক্ত অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য'– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাষ্ট্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

খ অধ্যাপক মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে। অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয় অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

গ আয়েশাকে যেদেশে নিয়ে যাওয়া হয় সেদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর ইসলামি অর্থনীতি হলো এ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ। কীভাবে একের জীবিকা অর্জনে অন্যের সাহায্য ও সম্পর্ক থাকবে, কীভাবে জাতীয় উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে ইসলামে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আর এ দিকনির্দেশনার ভিত্তিতেই ইসলামি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই ইসলামি অর্থনীতি বলা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। মানবকল্যাণের জন্য এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়। উদ্দীপকে আয়েশাকে যে দেশে নিয়ে যাওয়া হয় সেদেশের অর্থব্যবস্থায়ও এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেখানে সম্পত্তির নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। বৈধ উপার্জনের ওপর রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর সম্পদ বণ্টনের মূল লক্ষ্য হলো ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাই বলা যায়, আয়েশাকে যেদেশে নিয়ে যাওয়া হয় সে দেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ আয়েশাকে যেদেশে নিয়ে যাওয়া হয় সেদেশের অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পরিচালিত দেশ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। কারণ সমাজে প্রচলিত যেকোনো অর্থব্যবস্থার তুলনায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনেক বেশি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা। পুঁজিবাদে রাজনৈতিক বা ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি সেখানে নেই। আবার সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ও আত্মিক স্বাধীনতা নেই। জনৈক অর্থনীতিবিদের ভাষায়, ধনতন্ত্র মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু রুটি কেড়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রে মানুষ রুটি পেল কিন্তু আত্মাকে হারিয়ে ফেলল। একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থাই এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সক্ষম। ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশের স্বার্থে ইসলাম যেমন ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করে নিয়েছে। তেমনি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও ন্যায়নীতির স্বার্থে ব্যক্তির ওপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। সুতরাং একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য কেবল সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রশ্ন– ১২ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা ও তাদের পার্থক্য

সিকিম যেদেশে বাস করে সেদেশে উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগসহ সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ক্রয়–বিক্রয় করে। আর সিকিমের বন্ধু জোহান যেদেশে বাস করে সেখানে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। সেখানে ভোক্তা তার ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করে যেকোনো দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোগ করতে পারে না।

ক. সুযোগ ব্যয় কী? ১

খ. অর্থনীতির সংজ্ঞা থেকে অর্থনীতি ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জোহানের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ কর। ৩

ঘ. সিকিমের দেশের ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা তুমি সমর্থন কর কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন লাভের জন্য অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ উৎপাদন ছেড়ে দিতে হয় সেটা হলো প্রথম দ্রব্যের সুযোগ ব্যয়।

খ অর্থনীতির সংজ্ঞা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' আবার কেউ 'কল্যাণের বিজ্ঞান', কেউবা আবার একে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। তবে অর্থনীতিবিদগণের এসব সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে শাস্ত্র মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে তাকেই অর্থনীতি বলা হয়।

গ জোহানের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। এখানে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। তাই এখানে উৎপাদন ও ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে উৎপাদন ও ব্যবসা করে থাকে। ভোক্তারা অবাধে কোনো দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোগ করতে পারে না। অপরপক্ষে, যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। এখানে বেসরকারি খাতে ব্যাপক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। এছাড়া মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং দেখা যায় জোহানের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ সিকিমের দেশের ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা আমি সমর্থন করি না। ভোক্তাকে ভোগের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে সে তার সামর্থ্য ও ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য অবাধে ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারীও ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। ফলে অসংখ্য উৎপাদনকারীর মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলে। তাছাড়া ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকারীরা ক্ষতিকর ও নেশা জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হলে সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। আবার ভোক্তারা ইচ্ছামতো ভোগ করার সুযোগ পেলে যাদের আয় বেশি তারা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করবে এবং যাদের আয় কম তারা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হবে। সিকিমের দেশের ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতার ফলে সমাজে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেবে। তাছাড়া ভোক্তাদেরকে অবাধে কোনো দ্রব্য ভোগ করতে দিলে তার দাম বাড়বে। ফলে নিম্ন আয়ের লোকেরা সেটি ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। এতে সমাজে হতাশা ও দুঃখ বাড়বে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এভাবে ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। উপরিউক্ত কারণে আমি সিকিমের দেশের প্রচলিত ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থন করি না।

প্রশ্ন– ১৩ কল্যাণ অর্থনীতি

অর্থনীতিবিদ এল. রবিন্সের মতে, 'অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে'।

অপরপৰে সাধারণ একজন স্কুল ছাত্র সিফাত মনে করে, অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

ক. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ঘটে কেন? ২

গ. সিফাতের অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণাটিতে কোন অর্থনীতিবিদের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত অধ্যাপক এল. রবিন্সের অর্থনীতি সম্পর্কিত মতটি তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি।

খ অধিক মুদ্রা ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। মুদ্রা ছাপানোর ৰমতা থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে। এ ব্যাংক অধিক পরিমাণে মুদ্রা ছাপালে অর্থের মান কমে যায় এবং দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। ফলে যেকোনো দ্রব্য ক্রয়ে দ্রব্যের মূল্যস্তর বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবেই অধিক মুদ্রা ছাপানোর কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

গ সিফাতের অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণাটিতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শালের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থনীতিবিদ মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।' অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। এতে বোঝা যায়, অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের কল্যাণ সাধন। উদ্দীপকে সিফাতও অর্থনীতিকে মানবকল্যাণের বিষয় মনে করে। তার মতে, অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন। তাই বলা যায়, সিফাতের ধারণায় অর্থনীতিবিদ মার্শালের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত অধ্যাপক এল. রবিন্সের অর্থনীতি সম্পর্কিত মতটি আমি সমর্থন করি না। কারণ তার প্রদত্ত মতটি আমার কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়নি। রবিন্সের মতে, অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে। এল. রবিন্সের এ মতটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কারণ রবিন্স অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু পছন্দ করে যা অর্থনীতিতে আলোচনা হয় না। অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য যে মানবকল্যাণ তার উলেৱখ এল. রবিন্স করেননি; তার সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক অবস্থাকে আলোচনা করা হয়নি। আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞায় আসেনি। সর্বোপরি, রবিন্সের সংজ্ঞাটি অপেৰাকৃত জটিল। তাই তাঁর মতটি আমার কাছে সমর্থনযোগ্য নয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৪ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

পৃথিবীর বুকে যেসব প্রাচীন সভ্যতা স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে গ্রিক এবং রোমান সভ্যতা অন্যতম। গ্রিক সভ্যতার গতিধারায় রোমান সভ্যতাকে তার ধারক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বর্তমান প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যতা জ্ঞানের বিকাশে এবং উন্নত জীবনযাত্রার অনেক ৰেত্রেই উক্ত সভ্যতা দুটির ওপর নির্ভরশীল।

ক. হিব্রু সভ্যতায় অর্থনীতি কোন শাস্ত্রে আলোচিত হয়? ১

খ. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত প্রাচীনতম সভ্যতায় অর্থনীতির উৎপত্তি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তৎপরবর্তীতে বর্তমান অর্থনীতির বিকাশ আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিব্রু সভ্যতায় ধর্মগ্রন্থ বা দর্শন শাস্ত্রে অর্থনীতি আলোচিত হয়।

খ জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত প্রাচীন সভ্যতাটি হচ্ছে গ্রিক সভ্যতা। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো গ্রিক চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনা, অর্থনীতির ৰেত্রেও তাই। গ্রিসে প্রথম এরিস্টটলসহ অন্যান্য গ্রিক দার্শনিক ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসে এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শ্রমবিভাজন, ব্যবসা এবং অর্থের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। গ্রিক সভ্যতা মূলত নগররাষ্ট্র ভিত্তিক সভ্যতা। দাসপ্রথা ছিল সে যুগের একটা স্বীকৃত বিষয়। শহরের অধিবাসীরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী এবং মিস্ত্রি। অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রিক শব্দ Oikonomia থেকে এসেছে। Oikonomia অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা (Management of the Household)। পেৱটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) ছিল গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঘ গ্রিক পরবর্তী যুগে অর্থনীতির বিকাশ আজ পর্যন্ত চলমান। রোমানরা মূলত গ্রিকদের দেওয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে নিজের করে নেয়। রোমান সমাজে কৃষিকে অত্যন্ত মহৎ এবং সম্মানজনক পেশা হিসেবে মনে করা হতো। রোমান দার্শনিকরা টাকা লগ্নি করাকে বা সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করতেন। প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০–১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে 'বাণিজ্যবাদ' (Mercantilism) বলা হয়। দেশের ধন–সম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ৰমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্তকরণের লৰ্যে ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রুপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসিরা দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপৰে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন। ভূমিবাদীদের মতে, কৃষিই (খনি ও মৎস্যৰেত্রসহ) হলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে মনে করা হতো। এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অগোছালোভাবে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা হয়। অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই

"An Inquiry into the Nature and Casues of the Wealth of Nations" রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির মূলভিত্তি হলো স্মিথের এ বই। এ অর্থনীতি পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এবং কৃষি, শিল্প ও বর্তমান বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে।

প্রশ্ন– ১৫ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক

আসিফ ও নাফিস দুই বন্ধু। তারা দুইটি ভিন্ন অর্থব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক করছিল এভাবে–

আসিফ : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মুনাফাভিত্তিক এবং আয় ও সম্পদের বণ্টন অসম। এখানে ভোগ ও দামব্যবস্থা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। ফলে দাম ব্যবস্থা থাকে অনিয়ন্ত্রিত যা ঠিক নয়। এ জন্য সমাজের প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে কল্যাণের চিন্তা করা হয়। এখানে দামব্যবস্থা থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যবস্থাই আমার মতে উত্তম অর্থব্যবস্থা।

নাফিস : সবার কল্যাণ এক সাথে চিন্তা করলে দেশের উন্নয়ন একটু ধীর গতিতে হয়। তাই সামষ্টিক কল্যাণের কথা চিন্তা না করে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মুনাফার কথা বিবেচনা করা উচিত। কেননা মুনাফা যত বেশি হয় বিনিয়োগ তত বাড়ে।

ক. কোন অর্থব্যবস্থায় বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আয়ের বৈষম্য প্রকট থাকে? ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২

গ. আসিফ ও নাফিসের অর্থব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মিল নেই– যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আয়ের বৈষম্য প্রকট থাকে।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– এখানে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লব্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ক্রয়–বিক্রয় করে। তাই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল লব্য।

গ নাফিস ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পবে কথা বলছিল। আর আসিফ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পবে কথা বলছিল। উভয় অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের ৰেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্বীকৃত এবং সেখানে রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তৰেপ থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার দাম নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকায় বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। অপরপবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হয়। এখানে উৎপাদনের ৰেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোনো স্বীকৃতি নেই। উৎপাদনের সকল উদ্যোগ রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অবাধ দাম ব্যবস্থার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। এ ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের অসমতা দেখা যায় না। সুতরাং, দেখা যায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা উলিরখিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক নয়। আবার পরিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিকও নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে। যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। এখানে উৎপাদকগণ বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কার্যাবলি সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় ভোক্তা স্বাধীনভাবে দ্রব্য ক্রয় করে অভাব পূরণ করতে পারেন। উলিরখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান যার সাথে উদ্দীপকে উলিরখিত অর্থব্যবস্থাদ্বয়ের মিল নেই।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৬ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও তার গ্রহণযোগ্যতা

শিল্পপতি জাবির আহমেদ ব্যবসার কাজে 'ক' দেশে যান। 'ক' দেশের একটি বিষয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়টি হলো– রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলির পরিচালনা। সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কিন্তু জাবির আহমেদের নিজ দেশের অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

ক. অর্থনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক এল. রবিন্সের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাবির আহমেদের নিজ দেশ এবং 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুমি কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে কর? উত্তরের পবে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।

খ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে বোঝায় এ অর্থব্যবস্থায় সকল ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসায়–বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করে সম্পদ অর্জন করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ৰেত্রে কোনো সরকারি হস্তৰেপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।

ঘ মিশ্র অর্থব্যবস্থা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৭ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পার্থক্য

দুই বন্ধু সাবিত ও সাহিল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নিয়ে বিতর্ক করছিল এভাবে :

সাবিত : পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মুনাফাভিত্তিক, আয় ও সম্পদের বণ্টন অসম। এখানে ভোগ অবাধে পরিচালিত হয়। এখানে দামব্যবস্থা থাকে অনিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

সমাজের প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে কল্যাণের চিন্তা করা হয়। এখানে দামব্যবস্থা থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

সাহিল : কিন্তু সবার কল্যাণ এক সাথে চিন্তা করলে দেশের উন্নয়ন একটু ধীরগতিতে হয়। তাই সমষ্টি কল্যাণের কথা চিন্তা না করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুনাফার কথা চিন্তা করা উচিত।

ক. গ্রিক সভ্যতায় কোন প্রথা স্বীকৃতির বিষয় ছিল? ১

খ. সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাবিত ও সাহিলের মধ্যে কথোপকথনের আলোকে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সাহিলের মন্তব্যটির যথার্থ প্রয়োগ লৰ করা যায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়'– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক সভ্যতায় দাসপ্রথা ছিল একটা স্বীকৃত বিষয়।

খ সমাজতন্ত্রে সব সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এ অর্থব্যবস্থায় শিল্পকারখানা স্থাপন, ব্যবসায়–বাণিজ্য প্রভৃতি ৰেত্রে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে না। শিল্প ও ব্যবসায়–বাণিজ্য সবই সরকারের অধীনে থাকে বলে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

ঘ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৮ অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদ

আবদুল মিয়া ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের কর্তা। অথচ তিনি একজন রিকশাচালক। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে তার পরিবারের অভাব পূরণ করা যায় না। এতে করে তার পরিবারে কেউ অসুস্থতায় ভোগে, কেউ পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় কোন অভাবটি আবদুল মিয়া আগে পূরণ করবেন তা ভেবে পান না।

ক. Oikonomia অর্থ কী? ১

খ. সমাজকর্মীদের কেন অর্থনীতি পাঠ করা প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত পরিস্থিতিতে আবদুল মিয়া কোন অভাবগুলো আগে পূরণ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মানুষের সব সমস্যার মূলে দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Oikonomia অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা।

খ সমাজকর্মীরা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ৰেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেক ৰেত্রে সমাজকর্মীরা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক দিকটিও বিবেচনা করে থাকেন। তাছাড়া প্রত্যেক সমস্যার সাথেই অর্থনৈতিক দিকটি জড়িয়ে থাকে। তাই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ৰেত্রে সমাজকর্মীদের অন্যান্য বিষয়ের সাথে অর্থনীতির জ্ঞানও রাখতে হয়। এজন্য অর্থসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজকর্মীদের অর্থনীতি পাঠ করা প্রয়োজন।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

ঘ দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ধারণা দুটি আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ সম্পদের বিকল্প ব্যবহার

বেলাল একজন দরিদ্র কৃষক। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। তার জীবিকা নির্বাহের জন্য রয়েছে সামান্য কৃষিজমি। তার এ বৃহদায়তন পরিবারের অভাব মেটাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই সে তার সীমিত সম্পদের সাহায্যে অভাব পূরণ করার জন্য কৃষিজমির বিকল্প ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক. ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করে কারা? ১

খ. সীমিত সম্পদ বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বেলাল সীমিত উপকরণ দ্বারা কীভাবে সীমাহীন অভাব পূরণ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বেলালের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার উদাহরণ উলেৱখপূর্বক বিশেৱষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করে ফরাসিরা।

খ সীমিত সম্পদ বলতে মানুষের সম্পদের অপ্রাচুর্যতাকে বোঝায়। সমাজে প্রত্যেক মানুষের কাছে অভাব পূরণের উপকরণ বা সম্পদ সীমিত। অর্থাৎ অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দরকার তা মানুষ পায় না। ফলে সীমিত সম্পদ দ্বারা যখন অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয় তখন দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা সৃষ্টি হয়। মানুষের অভাব যেমন অসীম, তেমনি সম্পদের পরিমাণও যদি অসীম হতো তবে দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা থাকত না। এমনকি কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হতো না।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার বর্ণনা দাও।

প্রশ্ন– ২০ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সুপল বড়ুয়া চীন দেশের নাগরিক। তিনি তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করেন। উৎপাদনের উপকরণের ওপর তার কোনো মালিকানা নেই। তার দেশের সরকার সব সম্পদের মালিক এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. অর্থনীতির জনক কে? ১

খ. দামব্যবস্থা বর্ণনা কর। ২

গ. সুপল বড়ুয়া এর দেশের অর্থব্যবস্থাকে তুমি কীভাবে ব্যক্ত করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুপল বড়ুয়ার দেশের অর্থব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির জনক হচ্ছেন এডাম স্মিথ।

খ ধনতন্ত্রে দামব্যবস্থা অর্থনৈতিক কাজকর্মকে পরিচালনা করে থাকে। উৎপাদকের উৎপাদনের পরিমাণ ও ভোক্তার ভোগের পরিমাণ দ্রব্যের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কোন দ্রব্য, কী পরিমাণ উৎপাদিত হবে, কী পরিমাণ ভোগ হবে এসব ব্যাপারে নিজ নিজ ৰেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। ধনতন্ত্রের এসব অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলহীন মনে হলেও প্রকৃতপৰে তা একটি অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ অদৃশ্য শক্তিই হলো দামব্যবস্থা।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২১ ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা

জন ক্লার্ক একবার বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংগঠনেরই সহ–অবস্থান লৰ করল। কিন্তু তার দেশে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। সবাই ইচ্ছেমতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পারে।

ক. দ্রব্যমূল্য কখন বাড়ে? ১

খ. মানুষ কীভাবে অভাব নির্বাচন ও বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে? ২

গ. জন ক্লার্ক দেশের অর্থব্যবস্থাকে কি তুমি সমর্থন কর? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জন ক্লার্কের ও তোমার দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র বিশেৱষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে।

খ মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই সবচেয়ে গুরৱত্বপূর্ণ অভাবটি প্রথমে নির্বাচন করে মানুষ অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। এভাবে অভাবের গুরৱত্বানুযায়ী অভাব নির্বাচন করে সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ অভাব পূরণের চেষ্টা করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ধারণা দাও।

ঘ মিশ্র অর্থব্যবস্থা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২২ ইসলামি অর্থব্যবস্থা

এনামুল হকের মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ, পার্থক্য ও বৈষম্য থাকবে না এমন অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রবল। একদিন 'শরিয়তের ভিত্তিতে পরিচালনা–নীতি ও কার্যক্রম' শীর্ষক এক সেমিনারে উপস্থিত হয়ে তিনি এ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারলেন। উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্য থেকে তিনি জানতে পারলেন– 'মানুষ সম্পদের কেবল আমানতদার, তার মালিক নয়।' মানুষের কল্যাণ বাড়ানোর জন্য সম্পদের সুষমবণ্টন হওয়ার দরকার। শ্রম মানুষের জীবনে এক মূল্যবান সম্পদ যার ব্যবহারে মানুষকে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত।

ক. মানুষের মূল সমস্যা কী? ১

খ. মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উলিৱখিত ব্যবস্থাগুলো কোন অর্থব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এনামুল হকের যে অর্থব্যবস্থা জানার আগ্রহ তা প্রতিষ্ঠার পৰে যুক্তিগুলো তুলে ধর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মূল সমস্যা হলো চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়া।

খ ভোগের পর মানুষের মধ্যে ভালো–মন্দ উপলব্ধি সৃষ্টি হয় বলে মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। যুক্তিবাদী সবসময় ভালো–মন্দ বিচার করে সামনে এগিয়ে যায়। তাই কোনো কাজ করার পর ফলাফলের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কী করা উচিত বা কী করা অনুচিত সে সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। এ ধারণার প্রেৰিতেই মানুষ ফলপ্রসূ কিছু চিন্তা করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৩ অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

মুন্নি নবম শ্রেণির ছাত্রী। গতকাল স্কুলে তার শিৰক তাকে এ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করেন। এরপর তিনি মার্শাল ও রবিন্সের সংজ্ঞার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কে তার কাছে জানতে চান। বাস্তব ৰেত্রে অর্থনীতির সংজ্ঞা অত্যন্ত বিস্তৃত ধারণা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর বিষয়বস্তু।

ক. এ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সংজ্ঞা কী? ১

খ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুন্নি অর্থনীতির সংজ্ঞা আলোচনার ৰেত্রে কী কী বিষয় লৰ করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধির প্রসার ঘটেছে'– উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।

খ আলৱাহ প্রদত্ত কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুসারে সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে। মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন ও ন্যায়সংগত ভোগ নিশ্চিত করাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল লৰ্য।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অর্থনীতি ধারণার ব্যাখ্যা কর।

ঘ অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব

সাহিনের পরিবার খুবই দরিদ্র। তার পরিবার যেমনি বড় তেমনি সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। অভাব ঐ পরিবারের নিত্যসঙ্গী। সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটি অভাব পূরণ করার সাথে সাথেই আরেকটি অভাব সামনে এসে যায়। [নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. অর্থনীতির জ্ঞান থেকে আমরা কী শিখতে পারি? ১

খ. অর্থনৈতিক সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়? ২

গ. সাহিনকে সামনে রেখে অভাব নির্বাচন সমস্যা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সাহিনের মতো অসংখ্য মানুষের অভাবের শেষ নেই'– ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির জ্ঞান থেকে আমরা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিখতে পারি।

খ অসীম অভাব এবং সম্পদের স্বল্পতার জন্যই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের অভাবের শেষ নেই। কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই সীমিত সম্পদ দ্বারা কীভাবে অসীম অভাব পূরণ করা যায় এ সম্পর্কিত চিন্তা থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ দেশের জনগোষ্ঠির একটি বিশাল অংশ অর্থকষ্টে ভুগছে। বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৫ অর্থনীতির প্রভাব, উৎপত্তি ও বিকাশ

মেধা ও মাইশা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ভবিষ্যতে তারা অর্থনীতিবিদ হতে চায়। তাদের এ ইচ্ছার কথা শিৰিকা ইফা চৌধুরী জানতে পারেন। তিনি

বলেন, মানবসভ্যতায় মানুষের জীবনযাপনে অর্থনীতির প্রভাব অপরিসীম। আজকের যে অর্থনীতি আমরা লৰ করছি তা পূর্বে এমন ছিল না। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অতীত ও বর্তমান বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয়টি এখন অনেক উন্নতরূ প পরিগ্রহ করেছে। এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তোমাদের জানা প্রয়োজন।

ক. আদিম সমাজে উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ কী ছিল? ১

খ. বাণিজ্যবাদ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিৰিকা ইফা চৌধুরীর বক্তব্য অনুসারে মানুষের জীবনযাপনে অর্থনীতির প্রভাব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইফা চৌধুরীর শেষ উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদিম সমাজে উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ ছিল মানুষের কায়িক পরিশ্রম।

খ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ (১৫৯০–১৭৮০) পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাই 'বাণিজ্যবাদ' নামে পরিচিত। বস্তুত, সে সময়টিতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ৰমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্তকরণের লৰ্যে ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা এৰেত্রে অগ্রগণ্য ছিল। তারা উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রৰপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করত। বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ার এ ধারণাটিই 'বাণিজ্যবাদ' নামে অভিহিত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অর্থনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৬ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

'ক' এশিয়া মহাদেশের উন্নত রাষ্ট্র। এখানে ব্যক্তি যা আয় করে তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি মালিকানার কোনো স্থান নেই। সামাজিক কল্যাণ সাধন হলো এ দেশের অর্থব্যবস্থার মূল লৰ্য। এখানে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশটি যে অর্থব্যবস্থায় পরিচালিত হয় তার স্বরূ প ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'ক' রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ঐ রাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে? তোমার উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক নিয়ম–কানুনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু সেই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ থেকে অসীম অভাব পূরণের ৰেত্রে মানুষকে নির্বাচন করতে হয়। এখান থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি। সংৰেপে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য একটিকে যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। একটি উদাহরণে বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন হয়। আবার পাট চাষ করলে দশ কুইন্টাল পাট চাষ করা যেত। এৰেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

ঘ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৭ ইসলামি ও অর্থব্যবস্থা

ড. রাসেদ একটি দেশের অর্থমন্ত্রী। কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে, তা নিয়ে তিনি তার মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেন। মন্ত্রিসভায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অর্থব্যবস্থা এবং শরিয়াভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে তিনি শরিয়াভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করার পৰে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ক. পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কয়টি? ১

খ. ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল কথা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. রাসেদ কেন তার দেশে শরিয়াভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করার পৰে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতামতের আলোকে শরিয়াভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মূলকথা বিশেৱষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চারটি।

খ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আকাশমণ্ডল ও মাটির মালিকানা একান্তভাবে আলৱাহর জন্য নির্দিষ্ট। এরই প্রেৰিতে আলৱাহর নির্দেশিত পথে মানুষ তার উৎপাদন, রৰজি সংগ্রহ এবং সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করবে। এটাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল কথা। ইসলামি অর্থব্যবস্থা আলৱাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটি ব্যবস্থা। এখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো হালাল ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা। মদের উৎপাদন লাভজনক হলেও এখানে তা পরিত্যাজ্য।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ইসলামি অর্থব্যবস্থার স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল লৰ্য কী?

উত্তর : অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল লৰ্য হলো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের মাধ্যমে অভাব পূরণ করা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ?

উত্তর : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও কৃষিপ্রধান দেশ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অর্থনীতির চর্চা প্রথম শুরব হয় কোন দেশে?

উত্তর : অর্থনীতির চর্চা প্রথম শুরব হয় প্রাচীন গ্রিস দেশে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'Oikonomia' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'Oikonomia' শব্দের অর্থ 'গৃহ ব্যবস্থাপনা'।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন কে?

উত্তর : অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কে অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন?

উত্তর : অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাস্ত্রে রূপদান করেন কে?

উত্তর : অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাস্ত্রে রূপদান করেন অ্যাডাম স্মিথ।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ অর্থনীতির জ্ঞান থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
উত্তর : অর্থনীতির জ্ঞান থেকে আমরা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিখতে পারি।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তর : সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের জন্য প্রয়োজন সীমিত সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি কীভাবে পরিচালিত হয়?
উত্তর : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মধ্যমে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ধনতন্ত্রে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সমাধান হয়?
উত্তর : ধনতন্ত্রে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দাম ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান হয়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপর নাম কী?
উত্তর : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপর নাম হলো মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারীদের মধ্যে কী দেখা যায়?
উত্তর : ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ধনতন্ত্রে বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের যৌথ শক্তি দ্বারা দাম নির্ধারিত হওয়াকে কী বলে?
উত্তর : ধনতন্ত্রে বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের যৌথ শক্তি দ্বারা দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাবতীয় কর্মকাণ্ড কার নির্দেশে পরিচালিত হয়?
উত্তর : প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাবতীয় কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না?
উত্তর : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও সঞ্চিত আয়ের ওপর কত হারে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক?
উত্তর : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও সঞ্চিত আয়ের ওপর ২.৫ টাকা হারে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ কোন অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা ও জীবিকা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়?
উত্তর : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা ও জীবিকা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ রোমান দার্শনিকরা কোনটিকে খুনের সমান অপরাধ বলে গণ্য করত?
উত্তর : রোমান দার্শনিকরা টাকা সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে গণ্য করত।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করেন কারা?
উত্তর : ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করেন ফরাসিরা।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত কী?
উত্তর : ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত হলো কৃষি।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'– বইটির রচয়িতা কে?
উত্তর : 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'– বইটির রচয়িতা হলেন এ্যাডাম স্মিথ।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ মানুষের মূল সমস্যা কী?
উত্তর : মানুষের মূল সমস্যা হলো চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়া।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অপর নাম কী?
উত্তর : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অপর নাম হলো নির্দেশমূলক অর্থনীতি।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ কোন ধর্ম বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি?
উত্তর : বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো খ্রিষ্টধর্ম।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : অর্থনীতি বলতে মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের সমন্বয়–সাধন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Economics' গ্রিক শব্দ 'Oikonomia' শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক শব্দ 'Oikos' শব্দের অর্থ গৃহ। অন্যদিকে 'Nemein' শব্দের অর্থ ব্যবস্থাপনা। এই দুই মিলে হয় গৃহ ব্যবস্থাপনা। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে অর্থনীতি হলো গৃহস্থালি বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সীমিত সম্পদ বলতে কী বোঝ?
উত্তর : সীমিত সম্পদ বলতে মানুষের সম্পদের অপ্রাচুর্যতাকে বোঝায়। সমাজে প্রত্যেক মানুষের কাছে অভাব পূরণের উপকরণ বা সম্পদ সীমিত। অর্থাৎ অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দরকার তা মানুষ পায় না। ফলে সীমিত সম্পদ দ্বারা যখন অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয় তখন দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা সৃষ্টি হয়। মানুষের অভাব যেমন অসীম, তেমনি সম্পদের পরিমাণও যদি অসীম হতো তবে দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা থাকত না। এমনকি কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হতো না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অর্থনীতি সম্পর্কে এ্যাডাম স্মিথের বক্তব্য কী? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করেন। তার মতে অর্থনীতি এমন এটি বিজ্ঞান যা, জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ সমাজে কীভাবে সম্পদ উৎপাদন হয় এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয় তাই অর্থনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। এ্যাডাম স্মিথই সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাস্ত্রের রূ প দান করেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলতে কী বোঝ?
উত্তর : সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলতে সীমিত সম্পদ দ্বারা সর্বোচ্চ অভাব পূরণের প্রচেষ্টা বোঝায়। মানুষের সম্পদ সীমিত, কিন্তু অভাব অসীম। এ সীমিত সম্পদ দিয়েই মানুষ তার অসীম অভাব পূরণ করতে চায়। এক্ষেত্রে সীমিত সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে নিজের ও সমাজের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে এমনভাবে সম্পদ নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে স্বল্পতম ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন এবং সেবা নিশ্চিত করা যায়। অর্থনীতির পরিভাষায় একেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কোন ব্যবস্থা ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ধনতন্ত্রে দাম ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারী মুনাফার জন্য উৎপাদন করে। কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। আবার ভোক্তার ভোগের পরিমাণও দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ভোক্তা দ্রব্যটি বেশি পরিমাণ ভোগ করে। দাম বাড়লে কম পরিমাণ ভোগ করবে। এভাবে দাম ব্যবস্থা ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : যে ব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দামব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে তাকেই ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা এবং দামব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান। উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকাকে বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশে কোন দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদন হবে এবং কীভাবে বণ্টিত হবে এসবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত হয়। সার্বিক সামাজিক চাহিদার দিকে লৰ্য রেখে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা। পৃথিবীর সব দেশে সমাজতন্ত্রের রূ প এক রকম না হলেও এর সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, ভোক্তার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যে অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এরূ প অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অবাধ না হয়ে আংশিকভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পকারখানা এবং গুরবত্বপূর্ণ ব্যবসায়–বাণিজ্য সরকারি খাতে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আলরাহ প্রদত্ত কুরআন ও হাসিদের বিধান অনুসারে সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে। মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সামগ্রিক ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে। মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন ও ন্যায়সংগত ভোগ নিশ্চিত করাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল লৰ্য।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ মানুষ কীভাবে অভাব নির্বাচন ও বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে?

উত্তর : মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ অভাবটি প্রথমে নির্বাচন করে মানুষ অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। এভাবে অভাবের গুরবত্বানুযায়ী অভাব নির্বাচন করে সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ অভাব পূরণের চেষ্টা করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে কেন?

উত্তর : ভোগের পর মানুষের মধ্যে ভালো–মন্দ উপলব্ধি সৃষ্টি হয় বলে মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। যুক্তিবাদী সবসময় ভালো–মন্দ বিচার করে সামনে এগিয়ে যায়। তাই কোনো কাজ করার পর ফলাফলের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কী করা উচিত বা কী করা অনুচিত সে সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। এ ধারণার প্রেৰিতেই মানুষ ফলপ্রসূ কিছু চিন্তা করে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ অর্থনৈতিক সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়?

উত্তর : অসীম অভাব এবং সম্পদের স্বল্পতার জন্যই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের অভাবের শেষ নেই। কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই সীমিত সম্পদ দ্বারা কীভাবে অসীম অভাব পূরণ করা যায় এ সম্পর্কিত চিন্তা থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাছাই বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বাছাই বলতে অনেকগুলো জিনিস থেকে প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় জিনিসটি নির্বাচন করাকে বোঝায়। অর্থনীতিতে বাছাই হলো– অভাবের গুরবত্ব নির্বাচন করা। মানুষের অসীম অভাব থেকে সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ অভাবগুলো নির্বাচন করে তা পূরণের ব্যবস্থা করাই হলো বাছাই।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ যাকাত ও ফিতরা কীভাবে ধনবৈষম্য হ্রাসে সহায়তা করে?

উত্তর : যাকাত ও ফিতরা ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ লৰ্যে যাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে সমাজের দরিদ্র, দুস্থ ও কর্মে অৰম লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ফলে একদিকে এ শ্রেণির লোকদের আয় বাড়ে; আবার অন্যদিকে তারা প্রাপ্ত এ আয় সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এজন্য বলা যায়, যাকাত ও ফেতরা কিছুটা হলেও সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কমায় এবং সমাজের অপেৰাকৃত দুর্বল লোকদের সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করে।